ইউনিট- ১ অধিবেশন- ১

শিক্ষণের জন্য বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, আচরণ ও প্রবণতায় এর প্রভাব এবং শিক্ষণে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নবায়ন

ভূমিকা

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর- এই বহুল প্রচলিত কথাটি কবে, কখন, কে প্রথম বলেছিলেন তা জানা যায় না, তবে কারিগর শব্দটি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক দক্ষতাসম্পন্ন একজন মানুষকেই মনে পড়ে। কারণ শিক্ষণ শিক্ষকের কাজ। বহুযুগ ধরে শিক্ষকের যে ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে চিত্রিত হয়ে আছে, তা হল একজন মানুষ যার আদর্শ, নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দর্শন এসব অনুসরণযোগ্য এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তা অনুসরণ করে উত্তম মানুষ হয়ে উঠবে ও উন্নত সমাজ গঠন করবে। বোধহয় এমন একটি ধারণা থেকেই শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে কারিগরের হাতিয়ার হল তার দর্শন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রসূত কৌশল।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, এ অধিবেশনের শুরুতে দক্ষ শিক্ষক হয়ে গড়ে ওঠার জন্য যে কাঠামোর উপর একজন শিক্ষকের মৌলিক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

আসুন, দেখি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বলতে আমরা কী বুঝি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আচরণ ও প্রবণতার মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রভাব শনাক্ত করতে পারবেন।

- শিক্ষণে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো চিহ্নিতকরণ

বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দুটি পৃথক ধারণা, কিন্তু একটি অন্যটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তির মূল্যবোধ গড়ে উঠতে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যেমন প্রয়োজন আবার বিশ্বাস স্থাপন করতে মূল্যবোধের বিকাশ অপরিহার্য।

আসুন, শুরুতে ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাগুণ ও দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারণাসমূহ চিহ্নিত করি।

নিচে কয়েকটি ধারণা দেয়া আছে। বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- এর ভিত্তিতে ধারণাগুলোকে নিচের ছক অনুসরণ করে পৃথক করুন।

- নৈতিকতা, পরীক্ষায় নকল না করা, সৎ পরামর্শ ও সঠিক নির্দেশনা দেয়া, দলীয় কাজ, ইতিবাচক মনোভাব, গবেষণা, জ্ঞানচর্চা, কঠোর মনোভাব, একীভূত শিক্ষা, শিক্ষকতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, পেশাগত দক্ষতা, উদারতা, দুস্থসেবা, উচ্চ চিন্তা, গভীরতা।

বিশ্বাস	মূল্যবাধ

পর্ব- খঃ বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারণা গঠন

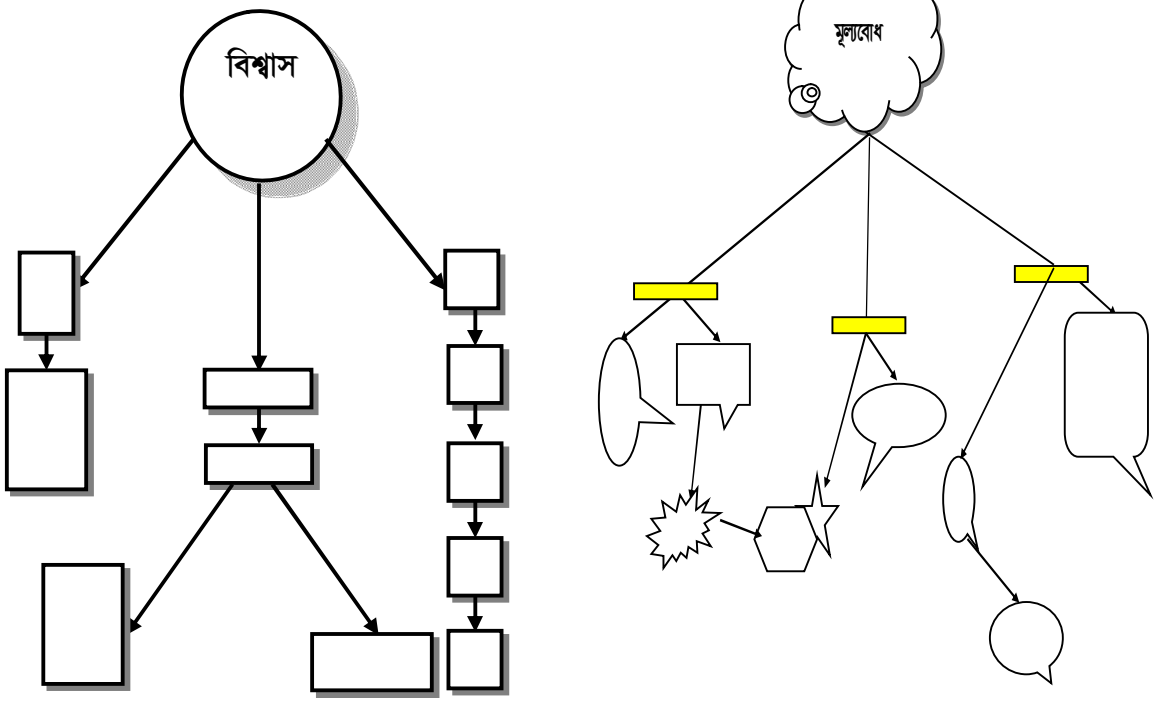

উপরে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা গঠনের জন্য দুই বিষয়ের জন্য দুটি পৃথক ধারণা চিত্র দেয়া হল। চিত্রে ঘরগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে যে ধারণা করতে পারেন তা ফাঁকা ঘরগুলোতে লিখুন।

মনে রাখবেন, বিশ্বাস আমরা সেইসব ক্ষেত্র বা ধারণাকে বলতে পারি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অর্থবহ করে তোলে ও স্বাচ্ছন্দ দেয়। এমন কোন বিষয়ের নাম কী আপনি মনে করতে পারেন যা আপনাকে বেশ সহজ ও সাবলীলভাবে কাজ করতে দেয়?

এমন একটি বিষয় হল শিক্ষকতা।

কারণ শিক্ষকতা আপনার পেশা, যা আপনাকে আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। সেজন্য এ কাজ করে আপনি আনন্দ পান এবং গর্ববোধ করেন। আপনার কর্মক্ষেত্র শুধু যে মানসিক চাহিদা মেটায় তা নয়, দৈনন্দিন বস্তুগত চাহিদা নিবৃত্তির জন্যও এ পেশা আপনাকে অর্থ যোগান দেয়। সুতরাং একইসাথে জৈবিক ও মানসিক চাহিদা মেটায় বলে এ পেশার উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন। সুতরাং শিক্ষকতা আপনার বিশ্বাস।

অন্যদিকে মূল্যবোধ হল বিশ্বাসের ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা বা মূল্য আরোপ করা। সাধারণ অর্থে একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনের গুণাবলীকে মূল্যবোধ বলা যেতে পারে।

শিক্ষকতা পেশায় মূল্যবোধ এর উপস্থাপন নিম্নোক্তভাবে করা সম্ভব:

শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, শ্রেণি পরিবেশ, উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, কৌশল, সময়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এখানে একটি বিষয় লক্ষ রাখবেন যে কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার নতুন করে বিশ্বাস জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। যেমন, শিক্ষণ কৌশল। কোন একটি কৌশলের ব্যবহারিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পেলে তার উপর আস্থাও বৃদ্ধি পায়। ফলে কৌশলটি ব্যবহার করে শিক্ষক তার কাজের উৎকর্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন ফলে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে পেশাগত মুল্যবোধ জাগ্রত/বৃদ্ধি করতে পারবেন।

উপরের ধারণা চিত্রে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা লিখতে আপনার নিজস্ব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে পারেন। এর ফলে নিজের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

পর্ব- গঃ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ উন্নয়নে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রভাব

কোন একটি বিষয়কে মানুষ যে দৃষ্টি দিয়ে দেখে বিষয়টি সম্বন্ধে সেটিই তার দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তির দর্শন থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়।

ব্যক্তি যার মূল্য দেয় তার ব্যবহার বা অনুশীলন করতে পেরে সে সন্তুষ্ট হয়। সে কারণে দেখা যায় মানুষের মূল্যবোধের উপর তার আচরণ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং ঐ বিষয়ের উপর সে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বলেই সে বিষয়টি ব্যবহার করে বা অনুশীলন করে।

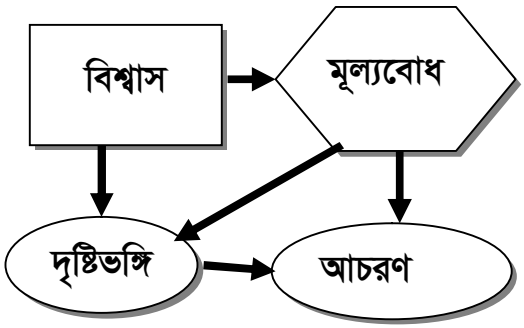

নিচে চারটি দৃশ্যপট (তিনটি কাল্পনিক এবং একটি সত্য) বর্ণনা করা আছে এবং প্রতিটির জন্য বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে বা দলগতভাবে লিখুন।
অধিবেশন শেষে কিছু সম্ভাব্য উত্তরের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

দৃশ্যপট- এক

৭ম শ্রেণীতে একজন বিষয় শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। তিনি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন। সর্বমোট সাতটি দল গঠিত হল। তিনটি দল মেয়েদের ও চারটি দল ছেলেদের। প্রতি দলে ৫ থেকে ৭ জন শিক্ষার্থী বিন্যস্ড় হল। মেয়েদের তিনটি দলের প্রতিটিতেই সাত জন করে বিন্যস্ত হওয়ার পর আরও দুজন মেয়ে অবশিষ্ট থাকল। অন্যদিকে শিক্ষক ছেলেদের দুটি দলে ৫জন করে এবং বাকী দুটিতে ৬জন করে ছেলে নিয়ে দল গঠন করলেন। অবশিষ্ট মেয়ে দুটিকে নিয়ে তিনি প্রথমে একটু চিন্তিত হলেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর মেয়েদের তিনটি দল থেকে তিনজনকে তুলে নিয়ে এসে ৫জনের সমন্বয়ে একটি পৃথক দল গঠন করলেন। এবার তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং দলের মধ্যে কর্ম বিন্যাস করলেন।

- দল গঠনে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?
- শিক্ষকের এই আচরণের জন্য কী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কাজ করেছে উল্লেখ করুন।
- আপনি এক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু কি করতেন?
- কী করতেন এবং কেন?

দৃশ্যপট- দুই

একজন শিক্ষক ৮ম শ্রেণির ক্লাস নিতে এসে প্রথমেই শ্রেণিবিন্যাস করলেন। শ্রেণিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিল যারা মেধাবান বলে পরিচিত এবং সবক্ষেত্রেই তারা নিজেদের প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার নিদর্শন রাখে। এই শিক্ষার্থী ক'জন পরস্পর বন্ধু এবং তারা বিভিন্ন সময়ে একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করে। তারা শ্রেণির একদিকে সামনের সারিতে বসে ছিল। শিক্ষক এই শিক্ষার্থীদের সারা শ্রেণিতে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়ে দিলেন। অর্থাৎ শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে বসিয়ে দিলেন। শিক্ষক শ্রেণির ছেলে ও মেয়েদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করলেন।

- শিক্ষকের এ আচরণ কি প্রত্যাশিত? কেন?
- কোন মূল্যবোধ তাকে এমন আচরণে অনুপ্রাণিত করেছে?
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

দৃশ্যপট- তিন

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ভুক্ত একটি বিষয়বস্তু 'শব্দ' আলোচনা করার সময় একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করল

– স্যার, বস্তুর কম্পন কী?

শিক্ষক প্রথমে বিরক্ত হয়ে শিক্ষার্থীর দিকে তাকালেন এবং পরে বললেন

– আমি না বললে কোন প্রশ্ন করবে না।

শিক্ষার্থীরা তার বক্তব্য চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। বক্তব্য শেষ হলে তিনি একটি বাটি ও একটি চামচ নিয়ে শব্দ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের দেখালেন। এটি দেখার পর পরই কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের পাশ্ববর্তী শিক্ষার্থীদের সাথে কলমের সাথে কলম বাজিয়ে শব্দ তৈরি করতে শুরু করল। শিক্ষক দেখে খুবই বিরক্ত হলেন এবং জোরে ধমক দিয়ে তাদের থামতে বললেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশৃঙ্খলা নষ্ট করছে বলে শিক্ষক তাদের কয়েক সেকেন্ড বকাঝকা করলেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের বললেন যে তিনি যা করেন তা যেন তারা শান্ড় হয়ে দেখে এবং এভাবে একটি শান্ত পরিবেশে একের পর এক শিক্ষণের বিভিন্ন ধাপ শেষ করলেন।

- শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য লিখুন।
- শ্রেণি পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ?
- কোন প্রকৃতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে?

পর্ব- ঘ: শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নির্ধারণ

শিক্ষণ কার্যক্রমে আপনার নিজ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির স্থান আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিজেকে সবার আগে চিনতে হয়। আত্মোপলব্ধি আপনাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য শিক্ষক হিসেবে আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করুন।

নিচের শ্রেণি শিক্ষণ সম্পর্কিত বিবৃতিসমূহ পড়ুন এবং আপনার মতামতের মাত্রা লিখুন।
(একমত- ৩, মোটামুটি- ২, একমত নই- ১)

ক্রমিক নং	বিবৃতি	গুরুত্ব
১	শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষকই মূল চালিকা শক্তি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে তথ্য বিনিময় করা তার দায়িত্ব।	
২	প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেই শিখতে চায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে সে নিজের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় শিখতে পারে।	

ক্রমিক নং	বিবৃতি	গুরুত্ব
৩	শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাকে ও অভিভাবককে নিয়মিত 'ফিডব্যাক' দেওয়া শিক্ষকের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব।	
৪	শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষার্থীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয় এবং তার মধ্যে শেখার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে হয়।	
৫	শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা তাকে শিখতে অনেক বেশি উৎসাহী করে।	
৬	সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট শিখন পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থী যা শেখে পরবর্তীতে তা অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করতে অণুপ্রাণিত হয়।	
৭	শিক্ষার্থী সহজেই নিজ যোগ্যতা প্রকাশ করতে পারে যদি প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেয়ার সুযোগ পায়।	
৮	শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আন্তরিক সম্পৃক্ততা তার উত্তম শিখনের জন্য কার্যকরি।	
৯	শিক্ষার্থীরা তখনই ফলপ্রসূভাবে শেখে যখন তারা অভিজ্ঞতা, কল্পনা, তথ্য এবং প্রয়োগকে সমন্বিত করে।	
১০	শিক্ষার্থীরা তখনই উত্তমভাবে শেখে যখন নিজের কর্মফলকে অন্যের কর্মফলের সঙ্গে তুলনা করে।	
১১	এক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিখতে পারে।	
১২	প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একই উপায়ে শেখে।	
১৩	বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।	
১৪	শেখানোর সময় শিক্ষক নিজেও শেখেন।	
১৫	শিক্ষকের কাছ থেকে উত্তম ও আন্তরিক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর প্রাপ্য।	
১৬	শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার অর্থ শিক্ষকের ব্যর্থতা।	
১৭	পেশাগত উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক শিক্ষকের নৈতিক কর্তব্য।	
১৮	শিক্ষককে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা শিষ্টাচার শেখে।	

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষণে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

বিশ্বাস মানুষের মনের একটি বিমূর্ত ধারণা। জন্মলগ্ন থেকে মানুষ যা দেখে, যা শোনে, যা বোঝে এবং যা থেকে তার ধারণা জন্ম নেয় তা থেকেই তার আদর্শ গড়ে ওঠে। আদর্শ তাকে বিশ্বাস গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। দৈনন্দিন কর্মজীবনে মানুষ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হয়, আদান-প্রদান করে, সুবিধা ভোগ করে বা করতে পারে। এসব থেকে সে ঐ উপাদানের উপর আস্থা রাখতে পারে। আস্থা বিশ্বাসের জন্ম দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন কোন কিছুর উপর নির্ভর করে, যা তাকে সহজ জীবন দিতে পারে, বা তার আশা প্রত্যাশাকে বাস্ড়বায়িত করতে পারে, তখনই সেই বস্তু বা ধারণা বা আদর্শ ও কৌশলের উপর তার বিশ্বাস জন্ম নেয়। সে ঐ উপাদানের উপর ভরসা করে বা বিশ্বাস রাখে। এভাবে মানুষ কোন আদর্শ বা নিয়ম বা রীতির উপর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তখন ঐসব নিয়ম নীতি বা কর্মপ্রেরণার উৎসকে আমরা ব্যক্তির বিশ্বাস বলি। বিশ্বাস থেকে ব্যক্তির নৈতিকতার সৃষ্টি হয়। মানুষ যদি তার কর্মে নিজের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে পারে, সে উৎসাহী হয় এবং যদি না পারে, সে হতাশ হয়।

যেমন, মনে করুন একজন ব্যক্তি সততায় বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি সত্যি কথা বললেই বিপদে পড়েন। এমন যদি হয় পরিস্থিতি তখন তার আত্মবিশ্বাসে ধরে ফাটল এবং দিনে দিনে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। সুতরাং মানুষের মধ্যে বিশ্বাস শুধু গড়ে তুললেই হবে না, সমাজে তা প্রতিফলনের সুযোগ থাকা চাই।

মানুষের বিশ্বাসসমূহ তার মৌলিক সত্ত্বায় অবস্থান করে। বিষয়গুলো আমরা মানুষের মধ্যে সাধারণত এভাবে দেখতে পাই, যেমন- মৌলিক ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ, আচরণ, গবেষণা তত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব, কর্ম সহায়ক গবেষণা, অনুশীলন, ব্যবহারিক জ্ঞান, পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান যা মানুষ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে এবং সন্তুষ্ট হয়।

বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় ব্যক্তির মানসিক সংগঠন থেকে। যেমন, একজন প্রশিক্ষণার্থী বি এড ডিগ্রি অর্জন করার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যানমুখী ও সৃজনশীল শিখনের জন্য শিক্ষণ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার চিন্তা চেতনায়, কাজেকর্মে সর্বত্র শিক্ষার্থীর ইতিবাচক শিখন সংক্রান্ত যাবতীয় বিশ্বাস প্রয়োগ করতে থাকেন। এখানে বি এড শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যখন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন বিষয়বস্তু, শিক্ষার পরিবেশ, পারস্পারিক মিথক্রিয়া ইত্যাদি সবকিছুই তার মানসিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। ফলে শিক্ষার্থীর কল্যানমুখী শিক্ষণের প্রতি তিনি ধীরে ধীরে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন। কারণ তার বিশ্বাস এভাবে গড়ে উঠেছে।

সুতরাং দেখা যায় ব্যক্তির বিশ্বাস তার জীবন পরিচালনায় ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্ড়ার করে। বিশ্বাসের সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা, নীতিবোধ, সামাজিক, অর্থনৈতিক,

ঐতিহ্যগত এবং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত। একজন শিক্ষকের বিশ্বাস তার পেশাগত কাজে তাকে অনুপ্রেরণা যোগায়। এ কারণে ইতিবাচক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য, কারণ এ বিশ্বাসই তার পেশাগত জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে।

বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন কাজ করলে সে কাজের কর্মমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, কারণ সে কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যক্তি সেখানে স্বীকৃতি পায়। কর্ম পরিচালনা হয়ে ওঠে তখন আনন্দদায়ক, সহজ ও অর্থপূর্ণ।

তাই একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি অপনার কর্মে বিশ্বাস প্রতিফলিত করুন এবং আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে কর্মোদ্যোগী হয়ে উঠুন। আপনি যা উৎকৃষ্ট ও উত্তম মনে করবেন তাই দিয়েই আপনার কাজের ক্ষেত্র রচনা করবেন ও কর্ম সম্পাদন করবেন। এভাবে আপনার মধ্যে একজন আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী ব্যক্তির বিকাশ হবে। তখন আপনার দ্বারা যেমন সুশৃঙ্খল ও উন্নত বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ হবে তেমনই উন্নত ও দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ তথা জাতি গঠন সম্ভব।

মূল্যবোধ

বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে মূল্যবোধের কাঠামো। মানুষ তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। জীবনের প্রতিটি স্তরে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে মূল্যবোধকে প্রয়োগ করে।

যেমন, একজন ব্যক্তি মানবিকতায় বিশ্বাসী। তিনি জীবজগতের প্রতি সব সময়ই সহানুভূতিশীল। এখানে তার বিশ্বাস তাকে এই মানবিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে কারণে তিনি মানবিক আচরণকে গুরুত্ব দেন বা মূল্য দেন। এটাই তার মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ ব্যক্তির শক্তি বা ক্ষমতা যার গুণে সে নিজের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং যা সে চায় তাই অন্যের মধ্যে বিকশিত করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিষয়বস্তু, শিক্ষকের গুণাবলি, শিখন পরিবেশ এসব উপাদান শিক্ষার্থীর বিশ্বাস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ে যে বিশ্বাস সে অর্জন করবে তার উপর তার মূল্যবোধ গড়ে উঠবে। যে ব্যক্তি ইতিবাচক বা কল্যানকর গুণাবলিকে মূল্য দেন তিনি শিক্ষক হওযার যোগ্য। কারণ তার মূল্যবোধ ও দর্শন দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের প্রভাবান্বিত করতে পারেন।

মূল্যবোধ জাতীয় দর্শন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার নীতিমালা বা সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক শক্তি। **আধুনিক ধারণা অনুযায়ী মূল্যবোধ হলো কতগুলো জৈব মানসিক সংগঠনের এমন এক সমন্বয় যা পরিবেশের বৃহৎ অংশকে সক্রিয়তার দিক থেকে সমগুণসম্পন্ন করে তোলে এবং ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করে।** এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জৈব মানসিক প্রবণতা যা সাধারণধর্মী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সৃষ্টি করে তাকে মূল্যবোধ বলা

হয়।
একজন শিক্ষক শুধু বিষয়বস্তু শিক্ষণই দেন না, তিনি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করেন, শ্রেণি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করেন, শিক্ষার্থীর যে কোন ধরনের সমস্যায় নির্দশনা দেন, এমনকি তার সাথে শিক্ষকের টাকা-পয়সা লেনদেনও করতে হয়। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীকে প্রভাবান্বিত করে। উন্নত ও আদর্শ ব্যক্তি তথা জাতি গঠন শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং এ লক্ষ্য সামনে রেখে একজন শিক্ষক নিজ বৈশিষ্ট্যে যথার্থ মূল্যবোধ গড়ে তুলবেন যেন সমাজের প্রত্যাশিত ও সমগুণসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে তিনি সক্ষম হন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানান্তর করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের উদাহরণ নিচে দেয়া হল,

- শিক্ষকদের সম্মান করা
- সহপাঠীদের সাথে সহযোগিতা করা
- পরীক্ষায় নকল না করা
- সত্যকে জানা ও বাস্তব জীবনে তা অনুশীলন করা
- স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মনীতি মেনে চলা
- ঈর্ষা, রেষারেষি এবং বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ না করা ইত্যাদি।

উন্নত ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণাগুণ সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হয়। সকলের মধ্যে সমানভাবে এই গুণগুলো থাকলে মানুষ একে অপরের সাথে ইতিবাচক কল্যানমুখী আচরণগুলো করতে পারে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটি মূল্যবোধ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। সেখানে শিক্ষার জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা তথা মূল্যবোধ শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সাধারণধর্মী আচরণগুলো যখন সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে তখনই শিক্ষণে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা যাবে। শিক্ষাবিদদের মতে উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমপক্ষে সাত ধরনের মূল্যবোধ বিকশিত হওয়া প্রয়োজন।

- **অর্থনৈতিক মূল্যবোধঃ** বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং বৃত্তিমূলক ও আর্থিক কর্মকান্ড ও লেনদেন পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- **শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধঃ** স্বাস্থ্য রক্ষা, শরীরচর্চা, সংগীত, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ শিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এসব দিকে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। ফলে উন্নত স্বাস্থ্য ও সুস্থ বিনোদনের প্রতি তাদের মর্যাদাবোধ গড়ে উঠবে।

- **সামাজিক মূল্যবোধঃ** শ্রেণশিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব গড়ে তোলা যায়।
- **নৈতিক মূল্যবোধঃ** আপনি শ্রেণিশিক্ষণে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কাজে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবেন। নিজের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে গিয়ে সে আত্মসচেতন হবে এবং এভাবে তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে।
- **নান্দনিক মূল্যবোধঃ** শিক্ষাক্রমে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয় অন্ড়র্ভুক্ত করে এবং এসব সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিয়ে শিক্ষার্থীর সুস্থ ও স্বভাবিক মন গড়ে তোলা যায়। সুন্দর মনন চর্চা নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।
- **বৌদ্ধিক মূল্যবোধঃ** শিক্ষক যখন উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করেন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু থেকে সত্যের অনুসন্ধান করতে শেখে, ফলে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। উন্নত বুদ্ধি, আধুনিক জ্ঞান, সত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।
- **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধঃ** জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলার জন্য লোকসাহিত্য, নৃত্য, কলা, দেশীয় কৃষ্টি, খাদ্য, পোশাক, বিশ্বাস ইত্যাদি সবকিছুর প্রতিফলন শিক্ষাক্রমে থাকতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষক হিসেবে আপনার মনোভাব এসবের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষকের আচরণ ও প্রবণতার বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের প্রভাব

আচরণ ও প্রবণতায় বিশ্বাসের প্রভাব:

- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব।
- শিক্ষকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল অনুশীলন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্ড়রিক সহানুভূতিশীলতা।
- বন্ধুসুলভ আচরণ ।
- ভয় দেখানো ও শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকা।
- শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা।
- একটি সুস্থ ও সুরক্ষামূলক একীভূত ও শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।

আচরণ ও প্রবণতায় মূল্যবোধের প্রভাবঃ

- যৌনশিক্ষাসংক্রান্ড় বিষয়ে সচেতনতার জন্য শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্য মনোভাব ইতিবাচক হওয়া।
- স্বাক্ষরতা দিবস, আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালন এবং অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের এগুলোর তাৎপর্য তুলে ধরার মানসিকতা থাকা।
- বিদ্যালয় শিক্ষণ কাজে অভিভাবক ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সহযোগিতার মনোভাব থাকা।
- দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতির ইতিবাচক মনোভাব থাকা।

কমিউনিটি গঠনের মাধ্যমে শিক্ষণে বিশ্বাসের প্রয়োগঃ

- শিক্ষক অভিভাবক সুসম্পর্ক স্থাপন।
- শিক্ষক্রমের অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ বিকাশে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি।
- পরিবেশ দূষণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদ্যালয় শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসসমূহঃ

- নিজ পেশা বা কর্মের প্রতি আস্থাবান হওয়া।
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নিকট তথ্য বিনিময় করা শিক্ষকগণের দায়িত্ব।
- শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য এবং শিখনের অর্থ সৃষ্টি করার ইচ্ছা শিক্ষকের দায়বদ্ধতা।
- শিখনের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী-অভিভাবক নিয়মিত যোগাযোগ ও ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শিখন ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়ন ঘটানো যায়।
- শিক্ষার্থীরা তখনই ফলপ্রসূভাবে শেখে যখন তারা অভিজ্ঞতা, কল্পনা, তথ্য এবং প্রয়োগকে সমন্বিত করে।
- শিক্ষার্থীরা একে অন্যের নিকট থেকে এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা যেমন শেখে তেমনি শিক্ষক নিজেও শেখেন।
- শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়ন শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সহায়ক ভূমিকা রাখে।

শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ড় কাজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধঃ

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে শিক্ষকের মাঝে কিছু মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসহ আধুনিক শিক্ষা সংক্রান্ত জার্নাল অধ্যয়ন করা।
- নিয়মিতভাবে প্রতিফলন ডায়েরি লেখা ও আত্মমূল্যায়ন করা।
- শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার পূর্বে প্রস্তুতি নেয়া।
- শিক্ষার্থীদেরকে পারস্পরিক মতবিনিময় করার সুযোগ দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং শিখনে সহযোগিতার মনোভাব থাকা।
- শিক্ষার্থীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং প্রশংসা করা।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ এবং ইতিবাচক মনোভাব থাকা।

- রুচিসম্মত পোশাক-আশাক, মার্জিত, আচরণ, শালীনতাবোধ ও চরিত্র শিক্ষার্থীদের নিকট আদর্শ বা মডেল হওয়া।
- শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে মূল্যাযাচাইসহ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।
- শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সদা সত্য কথা বলা।
- নিজের এবং অপরের স্বাস্থ্যের সচেতনতার প্রতি দৃষ্টি রাখা।
- বিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকা এবং প্রশাসনের সকল কাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

মূল্যায়ন

১। শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ তৈরি করার কয়েকটি উপায় লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত: আপনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে চান। তাহলে আপনার পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতি শিক্ষার্থী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ আপনার শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গি, চলাফেরা সবকিছু শিক্ষার্থীর মনে এক শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দেবে।

২। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে- ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত: আপনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে কোন দলগত কাজ করতে দিলে সে সময় তাকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যেন শিক্ষার্থীর উচ্চারিত ভাষা মার্জিত হয়, তার আচরণ গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে থাকে। ভালভাবে গড়ে ওঠা; স্বতস্ফূর্ত শিক্ষার্থী কিছুদিনের মধ্যে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

৩। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য আপনার বিষয় থেকে বিষয়বস্তু ও কৌশল নির্বাচন করুন।

আপনি নিজে করার চেষ্টা করুন।

৪। আপনার শ্রেণিতে কোন শিক্ষার্থীর অনাকাঙ্খিত আচরণের জন্য শিক্ষক হিসেবে কখনও কী নিজেকে অভিযুক্ত করতে পারেন? কেন? কীভাবে?
এর উত্তর আপনি একটি দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে দিন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত

পর্ব- ক
নিজেই তৈরি করা সম্ভব।

পর্ব- খ
বিশ্বাস: সততা, পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি।

মূল্যবোধ: মানবিক গুণাবলী যেমন- বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, নিজের মধ্যকার দেশপ্রেম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি।

পর্ব- গ
দৃশ্যপট - এক

খুব সম্ভবত তিনি জেন্ডার মিশ্র দল গঠনে সাহসী ছিলেন না তাই জেন্ডারভিত্তিক তিনটি মেয়েদের দল এবং চারটি ছেলেদের দল গঠন করলেন। তবে তিনি সমসংখ্যক সদস্য সহকারে দল গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন।

আপনি হয়তবা নিজের বিদ্যালয় এবং সামাজিক পরিবেশ আধুনিক মনোভাবাপন্ন হলে মিশ্রজেন্ডার দল গঠন করতে পারেন।

দৃশ্যপট- দুই

শিক্ষক দুইটি কাজ করলেন:

- মেধাবী শিক্ষার্থীদের অন্যান্য দলের সাথে বসালেন যাতে করে প্রত্যেক দলে একজন করে মেধাবী ও কর্মতৎপর শিক্ষার্থী থাকে।
- মিশ্র জেন্ডারভিত্তিক দল গঠন করার মত বিদ্যালয়ভিত্তিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল বিধায় শিক্ষক এরূপ দল গঠন করার দৃঢ়তা দেখালেন। প্রমাণিত হয় শিক্ষার্থীদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সজাগ ও আধুনিক ছিল।

দৃশ্যপট- তিন

শিক্ষক যে কাজগুলো করেছেন তা নিম্নরূপ:

- শিক্ষার্থীদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছেন।
- উপকরণ প্রদর্শনের সুষ্ঠু কৌশল অবলম্বন করেন নাই।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন।

সুতরাং শিক্ষকের সঠিক ভূমিকা পালনে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।

ইউনিট- ১ অধিবেশন- ২

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের নীতি ও লক্ষ্য

ভূমিকা

এ ইউনিটের প্রথম অধিবেশনে শ্রেণিশিক্ষণে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গঠন এবং কীভাবে ব্যক্তির আচরণে তা প্রতিফলিত করা যায়- এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক- এ স্বপ্ন সামনে রেখে কোন দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা হয়। আগামী দিনে শিক্ষার্থীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে কোন মূল্যবোধ, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরী হবে সে দিকে গুরুত্ব দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী এ অধিবেশনে আপনি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষানীতি ও লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হবেন এবং শিক্ষার্থীর মনন বিকাশে এ লক্ষ্য কী প্রক্রিয়ায় এবং কী ভূমিকা রাখবে সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত ধারণা লাভ করবেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পরিমার্জিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কীভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষকদের প্রবণতা ও আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এর কারণ কী?

নিচের কোন বক্তব্যগুলোকে সঠিক মনে করেন? সেগুলোর পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- এ স্তরের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের নাগরিক।
- বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য দ্বারা এরা প্রভাবান্বিত।
- এ স্তরের পরপরই জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

- অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।
- মেধা বিকাশের জন্য এদের বয়স সবচেয়ে উপযুক্ত।
- এ সময় শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ঘটে।
- এ স্ড়রের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
- এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগী ও পরিশ্রমী হতে পারে।

আপনার নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ পৃথকভাবে লিখুন। মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়ুন এবং লক্ষ্য করে দেখুন বক্তব্যগুলো থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গঠন করা সম্ভব কিনা।

তাহলে এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ লিখতে পারবেন? আপনার ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি সম্ভাব্য লক্ষ্য আপনার খাতায় লিখুন।

এবার মূল শিখনীয় বিষয় অংশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। সেগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

শিক্ষার্থী, আপনার লিখিত লক্ষ্য এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে তুলনা করে খুঁজে নিন আপনার ধারণা কতটা সঠিক।

পর্ব- খঃ মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, মূল শিখনীয় বিষয় অংশে সেসিপ-এনসিটিবি (SESIP-NCTB) কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০০৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি সংযুক্ত আছে। আপনি এ অংশ খুব ভাল করে পড়ুন এবং নিচে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১। শিক্ষার্থীর জন্য বস্তু-নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পটভূমিতে অনুসন্ধানমূলক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। যোগাযোগমূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতাসমূহ লিখুন।

৪। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিরূপ ভূমিকা পালন করে- ব্যাখ্যা করুন।

৫। ব্যক্তিক উদ্দেশ্য বলতে কী বোঝায়? এ উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষক হিসাবে আপনার ভূমিকা লিখুন।

পর্ব- গঃ উদ্দেশ্য অর্জন কার্যাবলিতে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রভাবিত করার উপায়

আপনি মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আছে। এখন শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন বাস্তবায়নে আপনার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে উপায় নির্ধারণ করুন।

যেমন, শ্রেণিশিক্ষণে উপকরণ ব্যবহার করার সময় শিক্ষার্থী তার ইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ পায়। ফলে বিষয়বস্তুর বাস্তব রূপের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এর মাধ্যমে তার বিষয় সম্মন্ধে স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হয়। এভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষার বুদ্ধিবৃত্তি সম্মন্ধীয় উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এখানে শিক্ষার্থীর অর্জিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কী হতে পারে? অবশ্যই যা সে দেখছে, যা তাকে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করছে এবং তার জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। সেগুলো কী? বিষয়বস্তু সম্মর্কিত তথ্য ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিবেশ।

তাহলে এখানে আপনার কোন বিশ্বাস প্রভাবান্বিত হয়েছে? বাস্ড়বধর্মী শিক্ষায় আপনি বিশ্বাসী, তাই শ্রেণিশিক্ষণে উপকরণ ব্যবহার করেন। উপকরণকে আপনি মূল্যায়ন করেছেন।

উপরে উল্লিখিত উদাহরণ অনুসরণে পাঁচটি উপায়ের একটি তালিকা তৈরি করুন এবং কীভাবে তা প্রভাবান্বিত করবে লিখুন।

পর্ব- ঘঃ শিক্ষকের প্রবণতা ও আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

শ্রেণিশিক্ষণে উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাথে আপনার বিশ্বাস ও প্রবণতা প্রভাবান্বিত করার উপায় নির্ধারণ করেছেন। এসব উপায় বা কৌশল প্রয়োগ করতে আপনার ইচছা, আগ্রহ, প্রবণতা, আচরণ ও কর্ম কেমন হওয়া প্রয়োজন? আসুন এ বিষয়ে নিচের বিবৃতিগুলোর উপর আপনার মতামত প্রয়োগ করুন।

নিচের বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

প্রতিটি বিবৃতির পাশে নম্বর প্রদান করুন। (জোর সমর্থন করি- ১, সমর্থন করা যায়- ২, সমর্থন করি না- ৩, মোটেই সমর্থন করি না- ৪)।

ক্রমিক নং	বিবৃতি	সমর্থন
১	পাঠদানের পূর্বে বিষয়বস্তুর উপর পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	
২	সকল শিক্ষার্থীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।	
৩	দলীয় ও জোড়ায় কাজ শ্রেণি পাঠদানে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক নয়।	
৪	শিক্ষার্থীদের সব সময় যে কোন কাজের জন্য উৎসাহ ও কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা।	
৫	শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জেনে শ্রেণিতে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	
৬	শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্যোগ নেওয়া।	
৭	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার।	
৮	পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য শিখন-শেখানোর বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করা।	
৯	সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা।	
১০	শিক্ষকের তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও ধারণার জন্য নিয়মিত সংশি□ষ্ট পুস্ড়কাদি অধ্যয়ন করা।	
১১	শিক্ষকের নিজেকে একজন অভিনেতা হিসেবে উপস্থাপন করা।	

মূল শিখনীয় বিষয়

ক. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন কমিটি (১৯৯৫) কর্তৃক পরিমার্জিত শিক্ষক্রমের আলোকে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিচের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে হবে:

- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।
- সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা।
- ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসাধন।
- শিক্ষার্থীকে তার নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং তার সৃজনশীলতাকে লালন করা।
- শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম জনশক্তি তৈরি করা।
- শিক্ষাকে জীবনমুখী এবং কর্মমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তা এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো।

খ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (২০০৩ সালের সেসিপ-এনসিটিবি কর্তৃক প্রস্তাবিত)

বিষয় অথবা ক্ষেত্রসমূহ		উদ্দেশ্যাবলি
বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় (Intellectual)	১	পূর্ববর্তী শিক্ষারস্তমূহে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সুসংগঠন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ।
	২	শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দেশ ও জাতি (এর ইতিহাস, ভূখন্ড, সংস্কৃতি, সংবিধান) সম্পর্কে বুনিয়াদি জ্ঞান দান, যেন তারা সঠিকভাবে এর অগ্রগতি ও অর্জন মূল্যায়ন করতে পারে।
	৩	জ্ঞানের প্রয়োগ (Application of knowledge), বিশ্লেষণ (Analysis) সংশ্লেষণ (Synthesis), যৌক্তিক ক্রম-বিন্যাস (Logical Sequencing) ও সমস্যা সমাধানের (Problem Solving) মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
	৪	শিক্ষার্থীদের গণিত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার প্রধান দক্ষতাগুলো অর্জনে সহায়তা করা।
	৫	শিক্ষার্থীদের বস্ত-নিরপেক্ষ (বিমূর্ত) এবং ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন পটভূমিতে অনুসন্ধানমূলক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা, যাতে তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা মানব-সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রযুক্তি এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে।
	৬	শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের সহায়তা করা।
	৭	শিক্ষার্থীদের গুণাগুণ বিচারমূলক সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যেন তারা তথ্যের উৎসের যথাযর্থতা যাচাই করতে পারে।
	৮	দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করা।
নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক	১	সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা/স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যা শিক্ষার্থীর সকল কর্ম ও চিন্ড়ার প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং তার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

	২	শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা, সহনশীলতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ সাধন।
	৩	জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বিধৃত নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
যোগাযোগ-মূলক	১	উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে জাতীয় ভাষা বাংলায় (লেখা ও বলার) পারদর্শিতা অর্জন।
	২	উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
	৩	শিক্ষার্থীরা যেন অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে, যেমন লেখচিত্র, সারণী, প্রতীকী, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের এবং এগুলো বোঝার সামর্থ্য অর্জন করে তা নিশ্চিত করা।
	৪	শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসী, সৃষ্টিশীল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহারকারী হতে সহায়তা করা।
নান্দনিক	১	চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ নান্দনিক রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
	২	চারুকলা, কারুকলা, সংগীত ও সাহিত্য, নান্দনিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
সামাজিক ও সহযোগিতা-মূলক	১	বাংলাদেশী নাগরিকের অধিকার এবং তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
	২	শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়বোধ এবং এমন দক্ষতা ও গুণাবলির উন্মেষ ঘটানো যা তাদেরকে সুশীল সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলবে।
	৩	গণতন্ত্রের মূলনীতি যথা: সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং নর-নারী, ধর্ম, জাতি ও গোত্রভেদে বৈষম্য পোষণ না করা এবং এগুলোর প্রতি স্বীকৃতি জোরদার করা।
	৪	অর্থনৈতিক, জনসংখ্যা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন সে সকল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এগুলো উত্তরণে ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।
	৫	পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং এর উপর মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রভাব বুঝতে সহায়তা করা।
	৬	ব্যক্তিগত মূল্যবোধের স্থলে সামাজিক মূল্যবোধের অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক চিন্তা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

		করা।
	৭	জাতিসংঘ এবং সার্ক এর মত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
ব্যক্তিক	১	শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, দায়বোধ, সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, বাংলাদেশ নিয়ে গর্ববোধ এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।
	২	স্ব-শিখন ও অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে নিজের উন্নয়নের আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করা।
	৩	জীবনব্যাপী শিক্ষার সামর্থ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন-দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
	৪	উদ্ভাবনীমূলক পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, মনোবল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য এবং উদ্যমের মত ইতিবাচক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করা, যা তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ বা কর্মজীবনে প্রবেশকালে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।
	৫	শিক্ষার্থীদেরকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, বিশেষ করে শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা, সড়কপথে নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিরাপত্তা বিধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
শারীরিক	১	স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা: পুষ্টি, ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য (HIV/AIDs প্রতিরোধসহ), মাদক দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপানের প্রতিকার সম্বন্ধীয় শিক্ষা।
	২	বিদ্যালয়ে পরিকল্পিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোপেশীজ দক্ষতা, দৈহিক স্বাস্থ্য এবং ক্রিড়াশৈলীর ধারাবাহিক উন্নয়ন।

গ. মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীর মেধার পূর্ণবিকাশ সাধন, কর্মজগতে অংশগ্রহণ তথা দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ, উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতকরণ এবং পূর্বজ্ঞান সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার যে সকল সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস, বিবেচ্য দিক, ক্ষেত্র ও গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি সচেতনতার উন্মেষ ঘটানো, শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী শিক্ষাক্রম, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ, দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতা মুক্ত করা, নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা,

পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চমানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের ভবিষ্যত নাগরিকগণ যেন সুস্থ, উৎপাদনশীল ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এ জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করা, যাতে তারা-

- তাদের সুমহান উত্তরাধিকার, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়।
- অনুসন্ধিৎসু মন এবং যৌক্তিক চিন্তাশক্তির অধিকারী হয় যা তাদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সফল প্রবেশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
- বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের নবসৃষ্ট চাহিদার প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদানের উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষ অর্থাৎ স্বাক্ষরতা, গাণিতিক জ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইংরেজি মাধ্যমে যোগাযোগ ইত্যাদি সক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হয়।
- বাঞ্চিত ব্যক্তিক গুণাবলির অধিকারী হয় যা সত্য-মিথ্যা বিচারবোধ, নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব, সুস্থ জীবনাচরণ ও পরিবেশ, ব্যক্তিগত দায়বোধের সচেতনতা ইত্যাদি স্থিতিশীল জীবন যাপন গুণাবলির অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে সমর্থ হয়।
- শিল্পকলা, নাটক, নৃত্য এবং সংগীতের মর্ম উপলব্ধি ও এ সব বিষয়ের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নান্দনিক সচেতনতার অধিকারী হয়।

উদ্দেশ্য অর্জন কার্যাবলিতে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করার উপায়সমূহঃ

১. শিক্ষককে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে।

২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি ব্যক্তি চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে।

৩. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করার জন্য শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুকে প্রায়োগিক ও অংশগ্রহণমূলক কৌশলে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য অনুশীলন করাতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শ্রেণিশিক্ষণে মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ, প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের দেশ ও জাতির ইতিহাস, ভূ-খন্ড, সংস্কৃতি, সংবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭. শ্রেণিকক্ষে গণমাধ্যম ব্যবহার পদ্ধতি শেখাতে হবে।

৮. ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবনভিত্তিক দর্শন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের কার্যকরী ভূমিকা বিশে- ষণ ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নাগরিক অধিকার ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সেসবের অনুশীলন করাতে হবে।

১১. শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল করে তুলতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষক নিজে অনুশীলন করবেন।

১২. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে হবে।

১৩. আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে জানা ও শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগ করতে হবে।

১৪. পাঠদান একটি মানসিক প্রক্রিয়া, এ জন্য শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষককে অগাধ জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগ ও অনুশীলন করতে হবে।

শিক্ষকদের প্রবণতা ও আচরণধারা নিয়ন্ত্রণের উপায়ঃ

১. বিষয়বস্তুর উপর যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করা।

২. শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগুলো বের করা এবং শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে তা কাজে লাগানো।

৩. শিক্ষার্থীদের কাজ সম্পর্কে সব সময় উৎসাহমূলক মন্তব্য করা, তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাদের পুরস্কৃত করা।

৪. শিক্ষার্থীদের সমান দৃষ্টিকোন থেকে দেখা।

৫. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সমভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কৌশল ব্যবহার করা।

৬. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বাছাইপূর্বক তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

৭. দলীয় ও জোড়ায় জোড়ায় কাজে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৮. শিক্ষার্থীদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করা।

৯. শিক্ষককে জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ধারণার জন্য নিয়মিত পত্র-পত্রিকা ও বই পড়া।

১০. সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করা।

১১. পেশাগত উন্নয়নে নিজ থেকে উদ্যোগ নেওয়া।

১২. শিক্ষক হিসেবে নিজেকে Role Model হিসেবে উপস্থাপন করা।

১৩. বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সহযোগে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা।

১৪. শিক্ষার্থীপ্রীতি, বিষয়প্রীতি ও নিজ পেশাপ্রীতি একজন শিক্ষকের আচার, আচরণ ও প্রবণতাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

মূল্যায়ন

১। আপনি কী মনে করেন বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি যুগোপযোগী ও আধুনিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গঠনের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত?- আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

মূল শিখনীয় বিষয় অংশে দেখুন উদ্দেশ্যাবলী সাতটি ভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী তুলে ধরা হয়েছে, মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

২। মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর আচরণ গঠনের জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগযোগ্য কিছু কৌশল-এর প্রত্যাশিত আচরণ উল্লেখ করুন।

ইউনিট- ১ অধিবেশন- ৩

শিক্ষক যোগ্যতা

ভূমিকা

শ্রেণিশিখনে শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু, শ্রেণিপরিবেশ, উপকরণ ইত্যাদি বহুকিছুর উপর নির্ভর করে, কারণ এগুলো সবই শিখন সহায়ক উপাদান। আবার আধুনিক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সক্রিয় প্রচেষ্টায় শেখে। প্রিয় শিক্ষার্থী, ভেবেছেন কী এখানে শিক্ষকের অবস্থান কোথায়? লক্ষ্য করুন শিখন সহায়ক উপাদানের সবকটিই শিক্ষক তার শিক্ষণ কাজে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষক শুধু তথ্য সরবরাহ করেন না, বিভিন্ন বস্তুগত সহায়তাও দেন। এভাবে দেখা যায় শিক্ষার্থীকে শেখানোর জন্য যে উপাদানই ব্যবহার করা হোক না কেন তা শিক্ষকের প্রচেষ্টা, কৌশল, দক্ষতা, প্রবণতা, ইচ্ছা, রুচি, আগ্রহ ইত্যাদির প্রয়োগ ছাড়া কখনও সম্ভব না। সুতরাং শিক্ষকের এসব গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের জন্য প্রধান ও অন্যতম সহায়ক হিসাবে বিবেচ্য। আসুন আমরা এ অধিবেশনে শিক্ষকের গুণাবলি, যোগ্যতা ইত্যাদি নিয়েই আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন থেকে আপনি-

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা শনাক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষক যোগ্যতার সংজ্ঞা এবং মূল উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৌলিক যোগ্যতাসমূহ উন্নয়নের কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের আদর্শ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকের যোগ্যতা ও যোগ্যতার কার্যকর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা

যোগ্যতা বলতে কী বোঝেন? এ প্রশ্নটির উপর আসুন আমরা দশ মিনিটের একটি কাজ করি।

নিচে যে মডেলটি দেয়া আছে তার চার পাশে যোগ্যতা সম্পর্কে আপনার যা মনে হয় লিখুন।

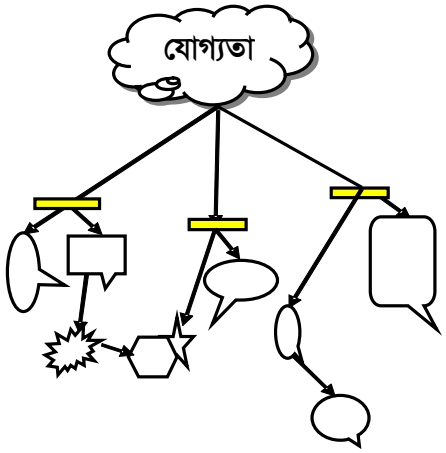

এবার আপনাকে বলা হলো, একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি আপনার যোগ্যতাগুলো লিখুন। আপনার যোগ্যতা কী লিখবেন?

শ্রেণিকক্ষে আপনি যে কাজগুলো করেন সেগুলো একবার ভাবুন। যেমন,

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য দেয়া
- তথ্য বিশ্লেষণ করা
- বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা
- শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করা ইত্যাদি। এসব কাজ করার জন্য আপনার কোন গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়? আপনার ভাষা, আন্তরিক ব্যবহার, সহানুভূতিশীল মন ইত্যাদি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাজ করার জন্য আপনি আপনার যেসব গুণাগুণ প্রয়োগ করেন সেগুলোই আপনার যোগ্যতা। সুতরাং এভাবেই মডেলের চারপাশে আপনার যোগ্যতাগুলো লিখে ফেলুন।

পর্ব- খঃ শিক্ষক যোগ্যতার ধারণা এবং এর মূল উপাদান

a

এবার একটু স্মৃতিচারণ করুন। আপনি স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেছেন। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডিগ্রি নিয়ে আসতে পারেন। এ পর্যন্ড় অনেক শিক্ষকের সহচার্যে এসেছেন। বহু শিক্ষকের গুণাগুণ আপনাকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে দুচারজন শিক্ষক থাকেন যার ভাবমূর্তি তিনি সারা জীবন স্মরণ করেন। এবং প্রায়ই দেখা যায় একজন শিক্ষক তার কোন একজন শিক্ষকের আদর্শকে সম্পদ করে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই এমন শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছেন।

এবার তার গুণাগুণের কথা স্মরণ করুন, যা আপনি কিছু মনে রেখেছেন, কিছু অনুসরণ করতে পেরেছেন, অর্থাৎ যা আপনার পেশাগত জীবনকে প্রভাবিত করে। আপনার প্রিয় শিক্ষকের গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

এ তালিকাটি আপনি টিউটোরিয়াল সেশনে সহপাঠিদের সাথে পারস্পরিক মত বিনিময় করে আদর্শ শিক্ষকের জন্য একটি উত্তম বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি করবেন।

পর্ব- গঃ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে যোগ্যতার মৌলিক উপাদান ক্ষেত্র ব্যাখ্যা

পূর্বের পর্বে শিক্ষকের যে যোগ্যতাসমূহের তালিকা তৈরি করেছেন, সেখান থেকে আপনি আপনার জন্য অর্থাৎ আপনার পেশাগত সাফল্যের জন্য উন্নয়ন করতে চান এমন পাঁচটি যোগ্যতা নির্বাচন করুন। এবার কীভাবে এসব যোগ্যতা আপনি আপনার মধ্যে বিকাশ ঘটাবেন প্রতিটির জন্য এমন পাঁচটি করে উপায় বা কৌশল লিখুন।

যেমন, শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করতে পারা - একটি যোগ্যতা। এ যোগ্যতাটির উন্নয়ন কীভাবে করা যায়?

সে জন্য-

- শিক্ষার্থীর চাহিদা জানতে ও বুঝতে হবে।
- চাহিদা অনুযায়ী তাকে শিখনে সক্রিয় রাখতে হবে।
- আন্ড়রিক ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।
- ভাষার ব্যবহারে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে বের করে তার প্রশংসা করতে হবে।

শিক্ষার্থী, উল্লেখিত যোগ্যতা ছাড়া অন্য যে কোন পাঁচটি যোগ্যতা উন্নয়নের উপায়সমূহ লিখুন।

পর্ব- ঘঃ বাংলাদেশে আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষকের যোগ্যতা বিশে- ষণ

নিচে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্ড়রের জন্য আদর্শ শিক্ষকের কিছু যোগ্যতা দেয়া হল। এগুলোর ধারণাগত বিশ্লেষণ করুন।

১। নিজ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ (Up-to-date) করা।

২। সহ-শিক্ষার পটভূমিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সকল শিখন কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩। শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ও নিবিড় ধারণা নমনীয়ভাবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।

৪। প্রশাসনিক ও শিক্ষণ সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় ও পরিপক্ক মানসিকতা।

৫। শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত স্থান, ঘটনা বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণে সৃজনশীল হবেন যা পরিদর্শন

বা ব্যবহার করে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বা ধারণা ব্যাখ্যা করা যায়।

মূল শিখনীয় বিষয়

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতন স্কেল।

(পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়)

পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন স্কেল	মন্তব্য
১। (ক) প্রধান শিক্ষক	সরাসরি/পদোন্নতি ১। স্নাতকসহ বিএড। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।	সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষকতায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয়ে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা		
২। সহকারী প্রধান শিক্ষক	স্নাতকসহ বিএড। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।	বিদ্যালয়ে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।		
৩। সহকারী শিক্ষক	সরাসরি ১। স্নাতকসহ বিএড। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি। সংশ্লিষ্ট বিষয় স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্য থাকতে হবে।			
৪। সহকারী শিক্ষক (গণিত ও সাধারন বিজ্ঞান)	১। বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকসহ বিএড। অথবা, (২) বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।			

৫। সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) (কেবল বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলে)	১। বিজ্ঞান বিভাগেস্নাতকসহ বিএড। অথবা, (২) বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।			
৬। সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	নিচের যেকোন একটি ডিগ্রি থাকিতে হবে: (১) বি.এস.সি (কৃষি) (২) বি.এস.সি (কৃষি অর্থনীতি) (৩) বি.এস.সি (মৎস্য) (৪) বি.এস.সি (পশুপালন) (৫) বি.এস.সি (কৃষি প্রকৌশলী) (৬) ডি ভি এম (৭) বি.এস.সি (বায়োলজী) (৮) বি.এস.সি উদ্ভিদ বিদ্যা/প্রাণিবিদ্যা/মৃত্তিকা বিজ্ঞান (৯) কৃষি ডিপে-ামা ৩ বছর মেয়াদি। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি			
৭। সহকারী শিক্ষক (ধর্ম)	১। কামিল (২) ফাজিল (৩) অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিষয়স স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।			বিএড করা থাকলে
				বিএড বিহীন
৮। সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)	১। স্নাতকসহ বি.পি.এড.। অথবা, (২) জুনিয়র ডিপ্লোমা/ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।			

৯। সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)	স্নাতক ডিগ্রি। নট্রামস বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ ছাড়া সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি।			

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতা

মৌলিক যোগ্যতা		সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা
পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব	১	সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে সম্পর্ক হবে বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক, সহনশীল এবং সহযোগিতামূলক।
	২	প্রশাসনিক ও শিক্ষণ সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় ও পরিপক্ক মানসিকতা।
	৩	সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
	৪	প্রতি ক্লাসের জন্য নিয়মিত প্রস্তুতি ও সংগঠিত হওয়া।
	৫	শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র হওয়া এবং আচরণ ও বক্তব্য উপস্থাপনে উচ্চতর স্মারক (ideal) প্রদর্শন।
	৬	শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন এবং নিজস্ব শিক্ষণ দক্ষতার নিয়মিত উন্নয়ন প্রতিফলনে উদার ও উৎসাহী হওয়া।
	৭	নিজ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ (Up-to-date) করা।
মাধ্যমিক স্তরের কিশোর শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব যা তাদের জীবন ও চেতনায় ক্রিয়াশীল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণিকক্ষের	৮	প্রাত্যহিক ও স্কুল জীবনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সর্ম্পকে জানা।
	৯	বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীর সাথে সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে যোগাযোগ স্থাপন।
	১০	মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের শিরোনামে কিশোর শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা।
	১১	শিক্ষার্থীদের নিজেদের জন্য চিন্তা করতে, নিজস্ব ধারণা অকপটে প্রকাশ করতে এবং তাদের স্বশিখন দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।
	১২	সহ-শিক্ষার পটভূমিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সকল শিখন কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
	১৩	বড় ক্লাস পরিচালনায় নিজ জ্ঞানের প্রয়োগ ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে তাদের প্রেষণা সৃষ্টি করা।
	১৪	পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন এবং অংশগ্রহণমূলক

আচরণে এদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।		পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করা যাতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং শিখনকে অর্থবহ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রচলিত ধারণা ও তাদের পারস্পরিক আলোচনা সংশ্লিষ্টতা হিসেবে বিবেচনায় আনা।
	১৫	শিক্ষার্থীদের অসংগতিপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পনা মাফিক শ্রেণীর কার্যাবলি পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে রাখার উপযোগী বিভিন্নমুখী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও কলাকৌশলের ব্যবহার যা শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও সমর্থ করবে।
শিক্ষককে সহজলভ্য ভৌত ও বন্ধুগত শিক্ষণ শিখন উপকরণ পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী ও সৃজনশীল হতে হবে।	১৬	শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, ছাত্র/ছাত্রীরা একই সাথে সম্পদ ও শিক্ষার্থী এবং তাকে শ্রেণি কার্যক্রমে পারস্পরিক মতামত আদান প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ধারণা ও সামর্থ্য ব্যবহারের পর্যাপ্ত কৌশল ও উপায় ব্যবহারে সমৃদ্ধ হতে হবে।
	১৭	শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ব্যবহৃতব্য প্রাকৃতিক ও স্বল্প-মূল্যের উপকরণ চিহ্নিত ও তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত উপকরণ একাজে ব্যবহারে উদ্যোগী (Proactive) হবেন।
	১৮	শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তব্য স্থান, ঘটনা বা কার্যক্রম চিহ্নিত করণে সৃজনশীল হবেন যা পরিদর্শন বা ব্যবহার করে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বা ধারণা ব্যাখ্যা করা যায়।
শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সহায়ক শ্রেণি কার্যক্রমের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও সংগঠনে দক্ষ হতে হবে।	১৯	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ও নিবিড় ধারণা নমনীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।
	২০	অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শুধুমাত্র মৌলিক উপকরণ বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে এবং দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া।
	২১	স্বল্পমূল্য অথবা বিনামূল্যে প্রস্তুতকৃত উপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণমূলক কার্যাবলি পরিকল্পনা প্রস্তুতের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা যা শিক্ষার্থীদের উচ্চস্তরের শিখন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।
	২২	শিক্ষক হবেন নমনীয় শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষম যেখানে শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ও দলভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন কাজে নিয়োজিত করে তাদের শিখনের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।
	২৩	শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে কীভাবে উচ্চস্ড়র শিখন উৎসাহিত করতে হয় তা বুঝতে পারবেন এবং উন্মুক্ত শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি আয়োজনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থা করায় দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।
	২৪	বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অগ্রগতি সম্বন্ধে সহকর্মীদের সাথে সক্রিয়ভাবে মত বিনিময় করবেন।

শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা নিরূপণ এবং অর্জিত জ্ঞান যাচাই করণে শিক্ষককে হতে হবে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী।	২৫	যে বিষয়ে শিক্ষক পাঠদান করবেন তার মূল ধারণাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী ধারণা পোষণ করে তা বোঝার দক্ষতা ও কৌশল তার থাকবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা মেটানোর জন্য পাঠদানের কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে স্কুলভিত্তিক মুল্যায়ন (SBA) কার্যক্রমের সংযোগ ঘটাবেন।
	২৬	শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত যে সকল বিষয় ও ধারণা শিক্ষার্থীর নিকট জটিল বলে প্রতীয়মান হয়, সে সকল প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকের সম্যক জ্ঞান থাকা।
	২৭	আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গঠনমূলক মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার সর্ম্পকে শিক্ষকের দক্ষতা (স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নসহ) এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও অবহিত করার উক্ত পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার।
	২৮	শিক্ষার্থীর অগ্রগতি (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চস্তরের চিন্তন দক্ষতা) যাচাই এবং প্রান্তিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় অভীক্ষা ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতসহ) প্রণয়নের দক্ষতা থাকা।
	২৯	শিক্ষার্থীর অর্জিত অগ্রগতির নথিপত্র প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা করে দক্ষতার সাথে দাপ্তরিক ফলাফল প্রস্তুত করে তা যথাস্থানে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরণের দক্ষতা থাকা।
নিজ শিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনার মূল্যায়ন তথ্যসমূহ ও অন্যান্য ধরনের ফলাবর্তন কৌশল ব্যবহারে দক্ষ হবে।	৩০	শিক্ষার্থী নিজের অগ্রগতির পরিকল্পনা ও যাচাই কাজে দায়িত্বশীল হতে তাদের পরিচালনা করায় দক্ষ হওয়া।
	৩১	প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিনিয়ত অগ্রগতির মুল্যায়নকালীন প্রাপ্ত তথ্যাবলির আলোকে পাঠ পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা সংশোধনপূর্বক শিখন কার্যক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পাঠদান ফলপ্রসূ করার দক্ষতা থাকা।
	৩২	স্পষ্ট বোধগম্যতা, জ্ঞানের প্রসার এবং শিক্ষণ দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের জন্য পরিদর্শন ও সতীর্থ প্রদত্ত ফলাবর্তন এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানী ফলাফলের প্রতিফলন ঘটানো।

শিক্ষক যোগ্যতা

বাংলাদেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালযসমূহের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত যোগ্যতার বিবরণ কর্মপত্র- ১ এ লিপিবদ্ধ করা আছে।

এই অধিবেশনে শিক্ষক যোগ্যতা বলতে শিক্ষকদের শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার ফলপ্রসূ কার্যকর পাঠদানের যোগ্যতাকে বুঝায়।

- **যোগ্যতা বলতে কী বুঝায়?**
  যোগ্যতা হলো কোনো ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে সে তার কর্মক্ষেত্রে ফলপ্রসূভাবে উলে- খযোগ্য কোনো কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

- **শিক্ষক যোগ্যতা কী?**
  পেশাগত জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে এর সাহায্যে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা: দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন তখনই তাকে যোগ্য শিক্ষক বলে বিবেচনা করা হয়।

অর্থাৎ একজন শিক্ষককে কীভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশসাধন করতে হবে সে সম্পর্কিত কলাকৌশল জানা এবং প্রয়োগের অনুশীলন করতে হবে। এভাবে শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পর তিনি তার শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিখনে আগ্রহী করে তুলবেন। তখনই তিনি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন।

- **শিক্ষক যোগ্যতার মূল উপাদান।**
  নিচে সম্ভাব্য শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষক যোগ্যতার মূল উপাদান বা ক্ষেত্র প্রদত্ত হলো:

১. শিক্ষকের বিষয়বস্তু জ্ঞান;
২. পাঠ উপস্থাপনে পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. পাঠ উপস্থাপন;
৪. শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব;
৫. শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার;
৬. ব্যবহারিক ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;
৭. মূল্যায়ন;
৮. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন।

- **যোগ্যতার উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা**

(ক্ষেত্র অনুসারে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা)

১। শিক্ষকের বিষয়বস্তু জ্ঞান

- বিষয়বস্তুর জ্ঞান উপলব্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা জানা
- বিষয়বস্তুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা
- গবেষণামূলক জ্ঞান অনুশীলন করা
- জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা
- বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের কলাকৌশল জানা
- বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি হালনাগাদ করা
- বিষয়বস্তু বিন্যস্তকরণ।

২। **পাঠ উপস্থাপনে পরিকল্পনা প্রণয়নঃ**

- পাঠ নির্বাচন
- পাঠের উদ্দেশ্য নিরূপণ
- ডোমেইন অনুযায়ী উদ্দেশ্যসমূহ শ্রেণীকরণ
- শিখন পদ্ধতি নির্বাচন
- শিখনে সহায়ক সামগ্রি নির্বাচন
- শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন
- মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন।

৩। **পাঠ উপস্থাপনঃ**

- পাঠের সূত্রপাত ও মনোযোগ ধরে রাখা
- কণ্ঠস্বর
- বাচনভঙ্গি
- পদ্ধতির ব্যবহার
- ধারণা ও নীতি ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করা এবং উত্তর আদায়
- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- চকবোর্ড ব্যবহার
- নির্দেশিত কাজ দেওয়া এবং যাচাই করা
- শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- পাঠ সমাপ্ত করা।

৪। **শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব**

- শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা
- পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা
- বিষয়বস্তুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা
- গণতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করা
- নতুন শিক্ষণ ধারা গ্রহণ করার মানসিকতা
- সতীর্থ কর্তৃক ফলাবর্তন
- স্ব-মূল্যায়ন।

৫। শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার

- পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন
- শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার
- উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা
- উপকরণ তৈরি ও সংরক্ষণ
- স্বল্পমূল্যে উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬। ব্যবহারিক ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- বিজ্ঞানাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সংরক্ষণ
- বিজ্ঞানাগারের নিরাপত্তা ও সর্তকতা
- আধুনিক প্রযুক্তি ও শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা।

৭। মূল্যায়ন

- গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা
- বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরি করা
- ডোমেইন অনুসারে প্রশ্ন প্রস্তুত করা
- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা
- SBA সম্পর্কে জানা এবং প্রয়োগ করা
- ফলাফল তৈরি এবং সংরক্ষণ করা
- ফলাফল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে পরামর্শ দিতে পারা।

৮। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

- নিয়মিত প্রতিফলন ডায়েরীতে রেকর্ড করা
- সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করা
- আত্মমূল্যায়ন
- নতুন পরিস্থিতিতে পরিবর্তনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।

- **বাংলাদেশের আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতা**

মৌলিক যোগ্যতা:

- পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব
- মাধ্যমিক স্তরের কিশোর শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব যা তাদের জীবন ও চেতনায় ক্রিয়াশীল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণিকক্ষের আচরণে এদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।
- শিক্ষককে সহজলভ্য ভৌত ও বস্তুগত শিক্ষণ-শিখন উপকরণ পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী ও সৃজনশীল হতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক শ্রেণি কার্যক্রমের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও সংগঠনে দক্ষ হতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা নিরূপণ এবং অর্জিত জ্ঞান যাচাইকরণে শিক্ষককে হতে হবে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী।
- নিজ শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনার মূল্যায়ন তথ্যসমূহ ও অন্যান্য ধরনের ফলাবর্তন কৌশল ব্যবহারে দক্ষ হবে।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষার্থীর মানবিকতা ও সামাজিক বিকাশে শিক্ষকের কোন যোগ্যতা প্রয়োজন? কীভাবে এ যোগ্যতা শিক্ষার্থীর বিকাশে কার্যকর হয় ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে থাকতে হলে সময়োপযোগী সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে সকল সদস্যকে। আমাদের দেশের সামাজিক রীতিনীতি যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের সামাজিক রীতিনীতি হতে ভিন্ন। শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজকর্তৃক গ্রহণযোগ্য ব্যবহারের প্রতিফলন দেখাতে হলে শিক্ষকের আচরণ, কথাবার্তা সবই আদর্শস্থানীয় হতে হবে।

২. সফল শিক্ষণে শিক্ষকের যোগ্যতাই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সন্ধান দেয় - ব্যাখ্যা করুন।
সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি/কৌশল, বাচনভঙ্গি, হৃদ্যতা, শিক্ষার্থীর মনে তার প্রতি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি একদিনে এগুলো তৈরি হয় না। একাডেমিক বর্ষ শুরু হওয়ার পর শিক্ষক দেখেন শিক্ষার্থীবৃন্দ মনোযোগ সহকারে তার কথা শোনে তখন শিক্ষক বুঝতে পারেন তার পেশাগত দায়িত্বে তিনি সফল হচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের আচরণে যখন তিনি এর প্রতিফলন দেখতে পান তিনি বুঝতে পারেন তার পদ্ধতি/কৌশল সঠিক তখন তিনি ক্রমাগত উৎকর্ষতার কথা ভাবতে থাকেন। এভাবেই সফলতা অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করে।

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ৪**

পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব

ভূমিকা

পূর্বের অধিবেশনে আমরা শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারণ ও সেসব যোগ্যতা উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবে যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য চাই ইচ্ছা। অর্থাৎ শিক্ষক হিসাবে আপনি উন্নত ও কার্যকরী দক্ষতাসমূহ অর্জন ও আয়ত্ব করতে চান কিনা তা সবার আগে বিবেচনার বিষয়। এই অধিবেশনে শিক্ষকের পেশা, উন্নত কর্ম যোগ্যতা এসবের প্রতি তার আগ্রহ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। আসুন আমরা দেখি শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কী, কেন প্রয়োজন এবং কী উপায়ে তা রপ্ত করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব উন্নয়নের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষকদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গড়ে তোলার উপযোগী কার্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শিক্ষকদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা শনাক্তকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি পূর্বের অধিবেশনে আপনার জীবনের একজন বা একের অধিক শিক্ষককে স্মরণ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে জীবনে গভীর প্রভাব রেখে যাওয়া একজন শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণভাবে একজন শিক্ষক তার পেশা বেছে নেন। আর তা যদি নাও হয় তবে পেশাটি গ্রহণ করার পর শিক্ষক দিনে দিনে পেশার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। এর অন্যতম কারণ এ পেশায় মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্ড়রের অস্থির ও প্রবল অনুভূতিপ্রবন কিশোরদের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষক শুধু স্নেহান্ধ হয়ে যান না, এর বশবর্তী হয়ে তিনি ধীরে ধীরে এদের বিবিধ বিকাশে দায়িত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তার মনোভাব ও আচরণ দুইই শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক বিকাশের দিকে লক্ষ করে গড়ে ওঠে। ফলে শিক্ষক তার ধ্যানে, চিন্ড়ায়, কাজে, কর্মে সর্বত্রই শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতিকল্পে সুস্পষ্ট ছাপ রাখতে শুরু করেন। শিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের প্রতি তার নিষ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কীভাবে, কেমন করে, কখন কোন কাজটি করলে শিক্ষার্থীদের

শিখন সহায়ক পরিবেশ গঠন করা যাবে বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ে নিজের প্রচেষ্টা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে তিনি সদা তৎপর হয়ে ওঠেন। সেজন্য বই-পুস্ড়ক পড়া, আধুনিক ধ্যান-ধারণার অনুসন্ধান করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্খিত আচরণের বিকাশের জন্য প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগের দিকে সচেষ্ট থাকেন। কোনক্রমেই অকল্যানকর ও অনাকাঙ্খিত কোন আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ না থাকে সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকেন। শিক্ষার্থীদের কল্যানের প্রতি শিক্ষকের এই যে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তা একদিনে গড়ে ওঠে না। একদিকে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনে জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে থাকে অন্যদিকে শিক্ষকের মধ্যেও ক্রমশ নতুন জ্ঞান ও দক্ষতায় তাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিচে বংলাদেশের মাধ্যমিক স্ড়রের কয়েকটি আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতা দেয়া হল:

১. প্রতি ক্লাসের জন্য নিয়মিত প্রস্তুতি নেয়া ও সুসংগঠিত হওয়া।

২. বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীর সাথে সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৩. শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান ও সংশি-ষ্ট গভীর ধারণা নমনীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়া।

৪. শিক্ষার্থীদের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পনামাফিক শ্রেণির কার্যাবলি পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে রাখার উপযোগী বিভিন্নমুখী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও কলাকৌশলের ব্যবহার যা শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও সমর্থ করবে।

৫. স্বল্পমূল্য অথবা বিনামূল্যে প্রস্তুতকৃত উপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণমূলক কার্যাবলি পরিকল্পনা প্রস্তুতের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা যা শিক্ষার্থীদের উচ্চস্ড়রের শিখন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।

এসব যোগ্যতা আপনি আপনার শিক্ষকতার পেশাগত কাজে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তার আগে এগুলো আপনার পেশাগত বৈশিষ্ট্যে উন্নীত করতে হবে। এজন্য যোগ্যতা গঠনের প্রতি আপনার আগ্রহ ও মনোভাব যাচাই করা প্রয়োজন। আসুন আপনার মনোভাব যাচাই করার জন্য আপনার বৈশিষ্ট্যের কোন কোন দিক যাচাই করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করি। প্রতিটি যোগ্যতার জন্য ভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব প্রয়োজন হতে পারে। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হল–

যোগ্যতা: শিক্ষার্থীকে সক্রিয় শিখনে অংশগ্রহণ ও আত্মমূল্যায়নে উদ্বুদ্ধকরণ দক্ষতা।
এ জন্য শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কী হতে পারে?

- শিক্ষার্থীর প্রতি উদারতা ও সহানুভূতিশীলতা
- শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের প্রতি আগ্রহ
- বন্ধুমনোভাবাপন্নতা
- নিরপেক্ষতা
- সহায়তা প্রদান।

শিক্ষার্থী মনে রাখবেন, একই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা গঠনে সাহায্য করে। ব্যক্তির দর্শন থেকে দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ তিনি কোন বিষয়কে কী আঙ্গিকে দেখছেন সেটাই তার দৃষ্টিভঙ্গি। এটি তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শিক্ষক যদি মনে করেন সক্রিয় শিখন একটি উপযোগী প্রক্রিয়া এর প্রতি তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। সুতরাং একই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপকরণ ব্যবহার করতে গিয়েও প্রয়োগ করতে পারেন।

পর্ব- খঃ পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব উন্নয়ন

a

পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গঠনের জন্য নিচের ছকটিতে যে যোগ্যতাগুলো দেয়া আছে সেগুলো কীভাবে আপনি শ্রেণিশিক্ষণে প্রদর্শন করবেন বা তার জন্য আপনার আচরণ কেমন হবে এবং যোগ্যতা উন্নয়নের নির্ণায়ক কী হবে লিখুন। একটি উদাহরণ লক্ষ করুন।

যোগ্যতাঃ শিক্ষার্থীকে সক্রিয় শিখনে অংশগ্রহণ ও আত্মমূল্যায়নে উদ্বুদ্ধকরণ দক্ষতা।

প্রয়োজনীয় আচরণঃ

- উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া।
- শিক্ষার্থীর সঠিক শিখন নির্দেশনার জন্য প্রশ্নকরণ কৌশল প্রয়োগ করা।
- শিক্ষার্থীর কৌতুহল বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রশ্ন করা ও নতুন তথ্যের সন্ধানে তাকে উৎসাহী করা।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করা।
- শিক্ষার্থী যা বলবে এবং যা করবে তার প্রশংসা করা, ভুল হলে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।
- শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহ দেয়া।

নির্ণায়কঃ কীভাবে বুঝবেন যে আপনার মধ্যে যোগ্যতার উন্নয়ন হয়েছে?

- শিক্ষার্থী যদি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়।
- আপনাকে ভয় না পায় বরং আপনাকে পছন্দ করতে থাকে।
- আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।
- সহপাঠীর সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চায়।

নিচের ছকটির শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন।

ক্রমিক নং	সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা	প্রয়োজনীয় আচরণ	যোগ্যতা পরিমাপক
১	সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে সম্পর্ক হবে বন্ধুভাবাপন্ন, আন্ড়রিক, সহনশীল এবং সহযোগিতামূলক।		
২	প্রশাসনিক ও শিক্ষণ সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় ও পরিপক্ক মানসিকতা।		
৩	সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।		
৪	প্রতি ক্লাসের জন্য নিয়মিত প্রস্তুতি গ্রহণ ও সুসংগঠিত হওয়া		
৫	শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র হওয়া এবং আচরণ ও বক্তব্য উপস্থাপনে উচ্চতর স্মারক (Ideal) প্রদর্শন করা।		
৬	শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন এবং নিজস্ব শিক্ষণ দক্ষতার নিয়মিত উন্নয়ন প্রতিফলনে উদার ও উৎসাহী হওয়া।		
৭	নিজ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ (Up-to-date) করা।		

পর্ব- গঃ "শিক্ষকের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব" গড়ে তোলার কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ

নিচের কাহিনী চিত্রটি পড়ুন। শিক্ষকের বর্ণিত যোগ্যতা, আচরণ ও প্রয়োগকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব চিহ্নিত করুন।

কাহিনী চিত্র

অনুশীলন পাঠদান- ২ এ বিএড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী সেলিনা তার সতীর্থ সাকিবার বিজ্ঞান ক্লাস পর্যবেক্ষণ করলেন। পর্যবেক্ষণশেষে শিখন-শিক্ষণ কার্যাবলির বিভিন্ন দিক নিয়ে তারা পরস্পর মত বিনিময় করেন। সেলিনা সাকিবার শিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার প্রতিফলন ডায়েরীতে একটি প্রতিবেদন লিখলেন।

সাকিবা শ্রেণিকক্ষে বেশ সক্রিয় ও হাসিখুশি ছিলেন। শিক্ষণের শুরুতে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করলেন। শিক্ষণ বিষয়বস্তু ছিল ফুলের বিভিন্ন অংশ শনাক্তকরণ। সাকিবা কিছু শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন। যেমন তাজা ফুল, ফুলের একটি রঙিন চিত্র, বে- ড, স্কচ টেপ, পেন্সিল ইত্যাদি। তিনি প্রথমে ফুলের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে শিক্ষার্থীদের দেখালেন এবং ফুলের প্রত্যেকটি অংশের নাম বিশেষভাবে একাধিকবার বিভিন্নভাবে উলে- খ করলেন। এবার শিক্ষার্থীদের ছয়টি দলে ভাগ করলেন এবং প্রতি দলের সদস্য সংখ্যা হল ছয় জন। প্রতি দলকে একটি করে তাজা ফুল দিলেন। এবার ফুলের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে অংশগুলোর নাম খাতায় লিখতে বললেন। শিক্ষার্থীরা যখন দলীয়ভাবে কাজ করছেল সাকিবা প্রতি দলে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, প্রশ্ন করছিলেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করছিলেন।

কাজ শেষ করার পর সাকিবা শিক্ষার্থীদেরকে ফুলের চিত্র আঁকতে বললেন এবং ফুলের বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত চিত্রের উপর স্কচটেপ দিয়ে আটকাতে বলেন। ফুলের চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিত্রের উপর আটকানোর সময় সাকিবা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করছিলেন এবং মাঝে মাঝে উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করছিলেন।

এবার সাকিবা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রশ্ন করলেন যেন তাদের চিন্ড়াশক্তিকে উদ্দীপিত করে। সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন, এভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি সব সময়ই তৎপর ছিলেন। শিক্ষার্থীরা সর্বদাই সক্রিয় ছিল এবং বিষয়বস্তু শেখার প্রতি তাদের ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে ছিলেন। তাদের ভুল উত্তরকে তিনি কখনও অগ্রাহ্য করেননি। বরং ভুল উত্তরকে ভিত্তি করেই তিনি সতর্কতার সাথে তাদের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। সবশেষে শিক্ষার্থীদের একটি কাজ দিলেন যা তারা বাড়ি থেকে করে আনবে। কাজটি ছিল বাড়ির আশেপাশে যে সমস্ত ফুলগাছ আছে, তা পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি ফুলের নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখে আনতে হবে। সাকিবা ক্লাসশেষে তার সতীর্থ সেলিনার কাছে তার শিক্ষণ কার্যাবলির কোন দিক আরও ভালো করা যায় তা জানতে চাইলেন এবং ঐ দিকসমূহ উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে নির্দেশনা

চাইলেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব

পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ৭টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ব্যাখ্যাঃ

১. সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে সম্পর্ক হবে বন্ধুভাবাপন্ন, আন্ড়রিক, সহনশীল এবং সহযোগিতামূলক।
উদাহরণঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রতি সদয়ভাব, খোলামেলা, নমনীয়তা প্রদর্শন করা।

২. "প্রশাসনিক ও শিক্ষণ সংক্রন্ড় অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় ও পরিপক্ক মানসিকতা"।
শিক্ষক যেহেতু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সঞ্চালনে সহায়তাদানকারীর ভূমিকা পালন করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পর্যায়কে উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ তাই তার মধ্যে দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা ও পরিপক্ক মানসিকতা থাকতে হবে।
উদাহরণঃ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং শিক্ষণ সংক্রান্ড় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, ওয়েবপেজ ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন।

৩. "সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।
প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ জানেন যে একটি শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার কর্তব্য। সুতরাং তার শিক্ষকসুলভ বিশ্বাস ও মনোভাব এমন হবে যেন তিনি সকল শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অর্থাৎ সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা।

৪. "প্রতি ক্লাসের জন্য নিয়মিত প্রস্তুতি নেওয়া ও সুসংগঠিত হওয়া"।
আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষক জানেন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সূত্র থেকে অত্যন্ড় আকর্ষণীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষককে সদা প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে হবে।
উদাহরণঃ তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন।

৫. "শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র হওয়া এবং আচরণ ও বক্তব্য উপস্থাপনে উচ্চতর স্মারক প্রদর্শন"।
উদাহরণঃ উদ্ভাবনী কাজে আত্মবিশ্বাসী হওয়া।

৬. "শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন এবং নিজস্ব শিক্ষণ দক্ষতার নিয়মিত উন্নয়ন প্রতিফলনে উদার ও উৎসাহী হওয়া"।
যেহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উদার ও বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব তার শিখনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং যেহেতু তাকে শিক্ষার্থীর অর্জনের ফলাবর্তন দিতে হয় সুতরাং তার ব্যবহার উদার ও উৎসাহব্যঞ্জক হতে হবে।
উদাহরণঃ আত্মমূল্যায়ন, সহকর্মীর মতামত গ্রহণের মানসিকতা।

৭. নিজ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ করা।
আজকের বিশ্বায়ন যুগের শিক্ষককে নিজ বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রের সর্বশেষ তথ্য জানতে হবে অন্যথায় তিনি শ্রেণিকক্ষের সকল মেধার শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা মেটাতে সক্ষম হবেন না।

উদাহরণঃ বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত পড়া। তাহলে বলা যায় যে, কোন বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচির জ্ঞান, দক্ষতা বা আচরণে উদ্বুদ্ধ করাই বিষয় শিক্ষকের কাজ। তাই শ্রেণিকক্ষে তার আচরণ অবশ্যই বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক, সহনশীল ও সহযোগিতামূলক হতে হবে।

মূল্যায়ন

১। আপনি কী মনে করেন আত্মোন্নয়ন পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গঠনের অন্যতম উপায়- বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

শিক্ষকতার ক্ষেত্রেঃ আত্মোন্নয়ন এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষক প্রতি নিয়ত নিজেই তার নিজস্ব আচরণ; কথাবার্তা, সফলতা, ব্যর্থতাসহ শ্রেণিকক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশে- ষণ করেন এজন্য পাঠটীকা উপস্থাপনের পর প্রতিদিন প্রতিফলনমূলক ডায়রীতে একটি সারাংশ লিখে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে। শিক্ষক যদি ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে নিজস্ব সমালোচনা করে ক্রমাগত উন্নয়নের প্রতি সচেষ্ট থাকেন তবে তা অবশ্যই তার পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। শিক্ষকের যোগ্যতা তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের উপর নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

যোগ্যতা দুই রকমেরঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট অর্জনপূর্বক কোন ঘোষিত পেশায় নিয়োজিত হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা। আর পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পর প্রতিদিনকার দাপ্তরিক কর্তব্য পালন করার কাজে তার অন্য অনেক ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যেমন শিক্ষকতার ক্ষেত্রে-

- বিষয়বস্তুর যৌক্তিক ক্রম অনুসারে তা উপস্থাপন করা।
- উপস্থাপনকালে শিক্ষার্থীর সাথে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ স্থাপন করা।
- সময়ানুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনা শেষ করা।
- শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় প্রকার যোগ্যতা পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের অবশ্যই সময়ানুযায়ী, শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে হতে পারে।

৩। কোনটি দৃষ্টিভঙ্গি? কেন?

ক. উপকরন ব্যবহার

খ. সক্রিয় শিখন

গ. আন্তরিকতা।

আপনার উত্তরের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট- ১ অধিবেশন- ৫

শিক্ষণে ব্যক্তিগত দর্শন ও তার উন্নয়ন

ভূমিকা

পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকের নিজ দর্শনের উপর গড়ে ওঠে, গত অধিবেশনে এ সম্পর্কে আলোচনার সময় দর্শন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত করেছিলাম। এ ইউনিটের শেষ অধিবেশনে মূলত আপনি সারা ইউনিট জুড়ে যা অনুধাবন করেছেন ও শিখেছেন তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং ধারণার স্বচ্ছতা ও স্থায়ীত্বের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরায় অনুশীলন করবেন। সেইসাথে একজন শিক্ষকের পেশাগত জীবনে ব্যক্তিগত দর্শনের ভূমিকা কোথায় ও কেমন তা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশনে আপনি-

- শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শন সম্পর্কিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষণে ব্যক্তিগত দর্শন-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণে ব্যক্তিগত প্রাথমিক দর্শনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত দিনলিপি লেখার নিয়ম শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শিক্ষণে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চিহ্নিতকরণ

আপনি যা জানেন ব্যক্তি যা দেখে এবং অনুধাবন করে তাই দর্শন। শিক্ষা সম্মন্ধীয় দর্শন আলোচনায় আমরা দেখি যুগে যুগে দার্শনিকরা সমাজ ও সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিজ দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষার গুরুত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই দর্শন হয়ে গেছে। তাই এ কথা বলা যায় যে দর্শন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার মানসিক চাহিদা ও গঠন থেকে যা উপলব্ধি করে তাই তার দর্শন।

মহামতি সক্রেটিস বলছেন, "কোন সত্যের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখাকে দর্শন বলে।"

এ্যরিস্টোটোল বলছেন, "দর্শন মৌলিক নীতিমালা সম্বলিত বিজ্ঞান।"

আবার জন ডিউই দর্শন সম্পর্কে তার মত ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "ব্যাপকভাবে প্রয়োগোপযোগী শিক্ষা মতবাদই দর্শন নামে পরিচিত।"

ব্যক্তির এসব দর্শন যখন সমাজের জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে তখন মানুষ তা গ্রহণ করে এবং সমাজ গঠনে ব্যবহার করে। এভাবে বহু মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। অতএব আপনার কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে দর্শন ব্যক্তিকে ধারণা গঠনে সাহায্য করে এবং যেহেতু সে ধারণা গঠন করতে পারে কোন বিষয় সম্পর্কে তার মনোভাব অর্থাৎ তার আগ্রহ বা অনাগ্রহ যাই হোক না কেন তা প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং দর্শন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গঠনের ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করে।

আমরা জানি প্রতি ব্যক্তি স্বতন্ত্র রুচি ও প্রবণতার অধিকারী। এর অন্যতম কারণ ব্যক্তির দর্শন প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন। অর্থাৎ প্রতিজনের ব্যক্তিগত দর্শন আছে।

প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আপনি যে কাজটি করবেন, তা এ ইউনিটের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে একবার করেছেন। তবে এখানে আপনি আরও ব্যাপকভাবে পুনরায় করতে গিয়ে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত আপনার ধারণা কতটা গভীর তা যাচাই করার সুযোগ পাবেন।

a

নিচে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত শব্দগুলো মিশিয়ে দেয়া আছে। শব্দগুলোকে অর্থবোধক করে পৃথক করুন।

বিশ্বাস	মূল্যবাধ

কাজটি আপনি পূর্বে করেছেন। সুতরাং সনাতন ধারণাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে নিশ্চয়ই নতুন কোন নির্দেশনার প্রয়োজন নেই।

পর্ব- খঃ শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শন বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

নিচের কাহিনী চিত্র দুটি পড়ুন।

কাহিনী চিত্র- এক

ফরিদ আহমেদ শহরের নামকরা একটি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। কিন্তু তিনি তার পেশা পছন্দ করেন না। এই পেশা গ্রহণ করে তিনি সন্তুষ্ট হননি। তিনি মনে করেন এ পেশায় তার জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে তিনি শ্রেণিকক্ষে মনোনিবেশ করতে পারেন না। তার ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যথার্থ শিখন পরিবেশ পায় না। এ জন্য তারা ক্লাস করতে আগ্রহী হয় না। ফরিদ শিক্ষার্থীদের এই অনাগ্রহী আচরণের সুবিধা ভোগ করেন। অর্থাৎ তিনি বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন না, সীমিত জ্ঞান নিয়েই তিনি শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হন এবং যেহেতু শিক্ষার্থীরাও কোন প্রশ্ন করে না বা জানতে চায় না তাই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সীমাবদ্ধ জ্ঞান থাকার কারণে তার মনটা সব সময়ই তিক্ত হয়ে থাকে। ফলে তিনি সকলের সাথে রূঢ় ব্যবহার করেন। কারো সাথে তেমন যোগাযোগ রাখেন না। অর্থ উপার্জনকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সেজন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কৌশলে প্রাইভেট পড়ান। এখানেও তিনি উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করেন না। শিক্ষার্থীদের গাইড বই কেনার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন, কারণ এসব বই তিনি লেখেন এবং বাজারে চড়া দরে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছেন। পেশা হেসাবে শিক্ষকতার কোন মূল্য তার কাছে নেই।

কাহিনী চিত্র- দুই

ফরহাদুর রহমান প্রত্যন্ড় গ্রামে ছোট একটি স্কুলের সহকারী শিক্ষক। শিক্ষকতাকে তিনি শুধুই পেশা হিসেবে দেখেন না, বরং মনে করেন এ পেশার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, তা হল, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ তথা দেশ ও জাতির উন্নয়নে অংশগ্রহণ। পেশাগত উন্নয়নকে তিনি খুব একটা কঠিন কাজ মনে করেন না। এর অন্যতম উপায় হিসাবে তিনি শিক্ষণের জন্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই শ্রেণিকক্ষে যান। যেহেতু ফরহাদুর কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান সকলের সাথে তিনি নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার করেন। শিক্ষার্থীরা তার ক্লাসে স্বতঃস্ফূর্ত, আগ্রহী ও প্রাণবন্ত শিখনে সক্রিয় থাকে। সমস্যা সমাধান করতে তিনি শিক্ষার্থীদের পদ্ধতিমত সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। শিক্ষণ সম্মন্ধে যেকোন নতুন তথ্য তাকে আকৃষ্ট করে। তা জানার জন্য ও কীভাবে তা কাজে লাগানো যায় তার জন্য তিনি চিন্ড়-ভাবনা করতে শুরু করেন। সমাজের সর্বস্ড়রের মানুষের সাথে তিনি সদ্ভাব রাখেন এবং কাউকেই তিনি অবমূল্যায়ন করেন না। দায়িত্ব পালনে ফরহাদুর সদা তৎপর করেন। তিনি মনে করেন জীবনকে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য শিক্ষকতা একটি উপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ।

শিক্ষার্থী, দুটি ভিন্ন কাহিনীতে শিক্ষক দুজনের পৃথক আচরণ লক্ষ করুন। নিচের প্রশ্ন গুলো উত্তর দিন।

১. দুজনের ব্যক্তিগত দর্শন চিহ্নিত করুন।
২. কীভাবে দর্শন তাদের কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে আলোচনা করুন।
৩. প্রতি ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরুন।

পর্ব- গ: শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ

প্রতি মাসের শেষ টিউটোরিয়াল সেশনে আপনি আপনার নির্বাচিত বিষয় থেকে শিক্ষণ অনুশীলন করছেন। এভাবে শ্রেণি শিক্ষণে আপনি ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। যে কোন একটি শিক্ষণ কার্যক্রমের স্মৃতি থেকে লিখতে পারেন।

নিচে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেণি শিক্ষণের বিভিন্ন পর্বে আপনার প্রত্যাশাসমূহ লিখুন।

১. শিক্ষণ কার্যাবলি শুরু করার পূর্বে আপনার প্রত্যাশা কী থাকে লিখুন।
(শিক্ষণ উদ্দেশ্য ও শিখনফল)

.....
.....
.....

২. শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় (কোন ঘটনা, সবল দিক, দুর্বল দিক, সমস্যা বা আশা পূরণ) আপনার প্রত্যাশাসমূহ লিখুন।

.....
.....
.....

৩. শিক্ষণ শেষে যা আপনি করতে চেয়েছিলেন তার কতটা করতে পেরেছেন বা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা লিখুন।

.....
.....
.....

৪. যদি প্রত্যাশা অর্জনে কোন ঘাটতি থাকে তা উল্লেখ করুন এবং কীভাবে তার উন্নয়ন করা যায় লিখুন।

.....
.....
.....

শিক্ষার্থী, উপরের কাজটি করতে গিয়ে আপনার এ ধারণা হবে যে শিক্ষণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পূর্বে শিক্ষককে শিক্ষার্থী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, শিক্ষণ পরিবেশ, সময় ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেই হবে না, তা অর্জনের সুযোগ আপনার কতটুকু আছে এবং আপনার চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হবে এ ব্যাপারে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তবেই আপনি শিক্ষণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে যোগ্যতা অর্জন করবেন।

পর্ব- ঘঃ ব্যক্তিগত শিক্ষণ দিনলিপি লিখন

দিনলিপি হল এক ধরনের তথ্যবাহক যার মধ্যে লেখক তার নিজস্ব দৃষ্টিকোনে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমৃদ্ধ তথ্যসমূহ নিজের ভাষায় বিবৃত করেন। লেখক প্রতিদিনের তারিখ উল্লেখ করেন, এজন্য পরবর্তীতে ঘটনার ধারাবাহিকতা ও ক্রমান্বিত চিত্র অনুধাবন করা সহজ হয়।

শিক্ষণ দিনলিপি একজন শিক্ষকের প্রাত্যহিক শ্রেণিশিক্ষণ কার্যাবলি ও আশা নিরাশার প্রতিফলনসমৃদ্ধ একটি তথ্যবাহক। এখানে শিক্ষক প্রতি শ্রেণির জন্য কী তিনি করতে চেয়েছিলেন, তা বাস্ড়বায়নের সময় কী অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন, কতটুকু আশা তার পূরণ হল, কতটা হলনা, নতুন কোন আশার জন্ম হল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে একান্ত নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষণ পরিকল্পনার সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে পারেন। শুধু তাই না, দিনলিপিতে লেখা বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যসমূহ বিশে- ষণ করে তিনি শ্রেণীশিক্ষণ সংক্রান্ড় নতুন নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে পারেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন পেশাগত উন্নয়নের জন্য দিনলিপি লিখন একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ। আপনি নিজেই নিজের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করতে পারছেন, নিজের দুর্বলতা বা সবল দিক চিহ্নিত করতে পারছেন, এবং সংশোধনের জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারছেন। অতএব আপনার ভুল বা ত্রুটি নিজের চোখে ধরার জন্য এটি একটি উত্তম কৌশল, যা পরবর্তীতে আপনি সংশোধন করতে পারবেন।

প্রিয় শিক্ষক, যে কোন একটি শিক্ষণ কার্যক্রম স্মরণ করে নিচে আপনার এক দিনের শিক্ষণ দিনলিপি লিখুন।

তারিখঃ
শ্রেণিঃ

১. আজকের শ্রেণিতে ইতিবাচক ঘটনাসমূহ-

২. সমস্যাবলি-

৩. অন্য শ্রেণিতে কোন ঘটনা ভালো লেগেছে বা লাগেনি-

৪. আজ বিদ্যালয় থেকে আমি যা শিখেছি-

৫. শিক্ষণ বিষয়ক-

৬. শিখন বিষয়ক-

৭. আজকের পাঠের পর আমার কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে-

উপরের এ ছকটি অনুসরণ করতে পারেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষণে ব্যক্তিগত দর্শনের গুরুত্ব

- শিক্ষকতা পেশার জন্য শিক্ষকের সব ধরনের শারীরিক, মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
- শিক্ষকের পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তার অর্জিত সঠিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এবং এই জ্ঞান তাকে ব্যক্তিগত দর্শনে অনুপ্রাণিত করে। ব্যক্তিগত দর্শন শিক্ষণের উৎকর্ষ বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক।
- আমাদের দেশের প্রায় সকল শিক্ষকই শিক্ষকতার প্রতি প্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পেশায় যোগ দেন, তাই তাদের ব্যক্তিগত দর্শন নির্ধারণ ও এর উন্নয়ন হলেই তারা পেশায় নিষ্ঠাবান হতে পারেন।
- শিক্ষকতা পেশার দর্শন উন্নয়নে দেশ ও জাতির আদর্শ ও আগামী প্রজন্মের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষককে প্রস্তুতি নিতে হয়। তাছাড়া শিক্ষণে নতুন ধ্যান-ধারণা আকর্ষনীয় শিক্ষণ পরিচালনায় ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিগত দর্শন ও শিক্ষণ-শিখনের নতুন ও কার্যকর দিকগুলোর মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল কর্মোদ্দীপনার উন্মেষ ঘটে। যেমন শিক্ষক তার পেশার দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়াসী হন এবং সাহসিকতার সঙ্গে পেশাগত দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এবং শিক্ষার্থীও একইভাবে অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শন তাঁকে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মদ্যোগী হতে সাহায্য করে। পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নই শিক্ষকের নিজস্ব উন্নয়ন ও কল্যাণের সোপান।

শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রাথমিক দর্শন বিশ্লেষণ

- শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের কৌশলগুলো যেন আয়ত্ত্ব করতে পারে তার ব্যবস্থা করা শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শনের অন্যতম কাজ।
- সুষ্ঠু জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীরা যেন শিখনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ ছাড়া তাদের অন্যান্য দক্ষতা সহ আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, সার্থকতা, অনুভূতিমূলক সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শনের অন্যতম দিক।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য তার সম্পূর্ণ জীবন যাত্রার সঙ্গেই পরিচিত হওয়ার মত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে শিক্ষকের।
- শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর যুক্তিভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর একটি জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

- শিক্ষকের ব্যক্তিগত দর্শনে তিনি কেবল শিক্ষাদাতা বা জ্ঞানদাতা নন, তিনি শিক্ষার্থীর সহকর্মী, হিতৈষীবন্ধু, জ্ঞান বিকাশে সহায়তাকারী, তার জীবন দর্শন গঠনে প্রধান সহায়ক এবং তার কর্মপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতা করায় একজন শিক্ষককে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।
- একজন শিক্ষককে ভবিষ্যতের যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রস্তুতি হিসেবে দক্ষ, যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন হতে হবে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবেন সে ব্যাপারে তাকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ

শিক্ষক হিসেবে প্রথমে চিন্তা করতে হবে দেশ ও জাতির চাহিদা অনুসারে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম কতটুকু সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। এজন্য প্রথমে নিজের দর্শন কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে সমাজে, বিদ্যালয়ে ও জনগোষ্ঠীর কাছে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি ঘটানোই হলো মূল দর্শন। তাহলে শিক্ষকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কর্মের প্রতি আত্মনিয়োগ এবং দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। শিক্ষকের প্রাথমিক বা মূল দর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত মানব সম্পদে পরিণত করার যাবতীয় কাজের রূপরেখা তৈরি করার মনমানসিকতা থাকা আবশ্যক শিক্ষকের মধ্যে। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার নবতর ধ্যান-ধারণার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তাই পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশ ও জাতি, সমাজ, জনগোষ্ঠী ও শিক্ষার্থীর নিকট নিজেকে অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত করা।

একজন ভালো শিক্ষক হতে হলে পেশাগত উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়:

- আত্মমূল্যায়ন করা।
- প্রতিফলন ডায়েরী লিখন ও পর্যালোচনা করা।
- সহপাঠীদের সাথে আলোচনা ও ফলাবর্তন।
- আদর্শ শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা।
- সতীর্থ শিখন পর্যবেক্ষণ এবং ফলাবর্তন।
- শিক্ষণ সংক্রান্ত সভা, কর্মশালা ও বিভিন্ন দিবস পালনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট থেকে পরামর্শ ও নির্দেশনা নেওয়া।
- নতুন ধারণা গ্রহণ এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকা।
- কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের প্রধান সহায়ক কাজ হল প্রতিদিন শ্রেণি পাঠদানে কী কী অসুবিধা হয়েছে তা নিজের নোটবুক বা ডায়েরিতে লেখা। শ্রেণি পাঠদান চলাকালীন তিনি সতীর্থ পর্যবেক্ষণের মন্তব্য নোটবুক বা ডায়েরিতে লিখতে পারেন। শিক্ষণ শেষে নিজের অসুবিধাগুলো কী ছিল বা মন্তব্য কী ছিল, কীভাবে তার সমাধান করা যায় এ নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণিশিক্ষণ উন্নয়ন করার প্রতি মনোযোগ থাকবে তার। এভাবে নিজের উন্নয়নের জন্য যে নোটবুকে শিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য লেখা এবং সংরক্ষণ করা হয় যে খাতায় তাকে প্রতিফলন ডায়েরি লেখা বলা হয়।

প্রতিফলন ডায়েরিতে রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ

- প্রতিদিন নিজের শিক্ষণ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যের যাচাইকরণ এবং ভালোমন্দ দিকসমূহ লিখন।
- শিক্ষণ চলাকালীন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করা।
- পরবর্তী শিক্ষণের পূর্বে লিখিত শিক্ষণের ভালোমন্দ দিক নিয়ে আত্মসমালোচনা করা (স্বমূল্যায়ন) এবং কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তার উপায় বের করা। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- সহকর্মী শিক্ষক বা সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর তার ভালোমন্দ দিকের মন্ড়ব্য নিয়ে পরস্পরের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে তার পরামর্শ লেখা।
- শিক্ষণ সংক্রান্ড় নিজস্ব চিন্ড়া ভাবনা, অর্জিত ধারণা ও মনোভাবের কথা লিখতে পারেন।
- সহযোগী শিক্ষক বা বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষণ পর্যবেক্ষণের মন্ড়ব্য ও পরামর্শসমূহ ডায়েরিতে লেখা।
- শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ড় সভায় যোগদান, সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলাপ-আলোচনার সময় শিক্ষকের অভিজ্ঞ মতামত পেলে তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তীতে সময়মত তা অনুশীলন করা। এভাবে প্রতিদিনের শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা, সমাধান, পরামর্শ ডায়েরীতে লিখন এবং তা উন্নয়নে অনুশীলন করা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় চলতে পারে।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষণ মূল্যবোধ গড়ে তুলতে দর্শন ও বিশ্বাসের অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত: মূল শিখনীয় বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

২. লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষক কীভাবে শিক্ষণ কার্যাবলির সফলতা ও ব্যর্থতার উপর নির্ভর করেন- ব্যাখ্যা করুন।

৩. আত্ম উন্নয়নের জন্য দিনলিপি সংরক্ষণ একটি উত্তম পথ নির্দেশক- ব্যাখ্যা করুন।